এলএমজে ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড

বনাম

স্লিপওয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিমিটেড

(২০১৮ এর বিশেষ অনুমতির আবেদন (দেওয়ানী) নং ৫৪০)

২০ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯

[এ. এম. খানউইলকার এবং অজয় রাস্তোগি, বিচারপতিদ্বয়]

সালিশ ও আপস আইন, ১৯৯৬ – ধারা ৪৮ – পক্ষগণ নন-বাসমতি সিদ্ধ চাল, থাইল্যান্ডের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের জন্য পৃথক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল – চুক্তি জিএএফটিএ ৪৮ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং লন্ডনে জিএএফটিএ ১২৫ অনুসারে আরবিট্রেশন ১২৫ দ্বারা বিরোধ নিষ্পত্তি করার কথা ছিল – বিরোধের সৃষ্টি হয় – সালিশি ট্রাইব্যুনাল দুটি পৃথক রায় দেয় – উত্তরদাতা ১৯৯৬ আইনের দ্বিতীয় অংশের অধীনে হাইকোর্টে বিদেশি সালিশি রায় কার্যকর করার জন্য দুটি কার্যনির্বাহী মামলা (চুক্তি-১ এবং চুক্তি-২ সংক্রান্ত) দায়ের করে – বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কিত আবেদনকারীর আপত্তি প্রত্যাখ্যান করা হয় – আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি (চুক্তি-১ ও ২ সংক্রান্ত) – খারিজ করা হয় – কার্যনির্বাহী আবেদনে একক বিচারক রায় দেন যে, বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলি ডিক্রি হিসাবে গণ্য এবং তাই কার্যকরযোগ্য – ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা আদেশ বহাল রাখা হয় – এরপর আবেদনকারী কার্যনির্বাহী মামলায় রিভিউ আবেদন দায়ের করে – খারিজ করা হয় – আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী মামলাগুলিতে বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে জি.এ. গুলি দায়ের করে – প্রত্যাখ্যান করা হয় – আপিলের উপর, রায়: পূর্ববর্তী রাউন্ডে আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত কার্যনির্বাহী মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কিত কারণগুলি বিচ্ছিন্নভাবে এবং বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতার ইস্যু থেকে আলাদা করে বিবেচনা করা যেত না – ধারা ৪৮ এর পরিকল্পনা প্রাথমিকভাবে বিদেশি রায় সম্পর্কিত কার্যনির্বাহী মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা নিয়ে খণ্ড খণ্ড বিবেচনা করার কথা বলে না; এবং তারপর সেগুলির কার্যকরযোগ্যতার ইস্যু বিবেচনা করার কথা বলে না – আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা বিষয়বস্তু আবেদনটি গঠনমূলক রেস জুডিকাটা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য – উত্তরদাতার অনুকূলে একটি অন্তর্বর্তী আদেশ পাস হওয়ার পর, যা বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যনির্বাহের সাথে সম্পর্কিত হাইকোর্টে জমা করা অর্থের কিছু অংশ তোলার অনুমতি দেয়, আবেদনকারী এর তিন দিনের মধ্যে কোম্পানির নাম পরিবর্তনে কোনো সময় নষ্ট করেনি – আবেদনকারী তার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানাও পরিবর্তন করে এবং উত্তরদাতাকে বিষয়বস্তু

রায়গুলির ফল ভোগ করা থেকে বিরত রাখতে এনসিএলটি, কলকাতায় যেতে কোনো সংকোচ বোধ করেনি, এবং আইঅ্যাবি কোডের ধারা ১০ এর অধীনে দায়ের করা আবেদনে নির্লজ্জভাবে তা উল্লেখ করেছে – আবেদনকারীর আচরণ এই আদালতকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয় – হাইকোর্ট আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত কারণগুলির প্রতিটি দিক বিবেচনা করেছে এবং এইভাবে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি – দৃষ্টান্তমূলক ব্যয়, যা ২০,০০,০০০/- টাকায় নির্ধারিত, উত্তরদাতাকে পরিশোধ করতে হবে – রেজিস্ট্রার (ওএস), কলকাতা হাইকোর্ট সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত কার্যনির্বাহী মামলার ক্রেডিটে জমা থাকা এফডিগুলি এনক্যাশ করবে এবং, অবিলম্বে আরবিআই-এর অনুমতি পাওয়ার পর, সম্পূর্ণ অর্থ, মার্কিন ডলারে অর্জিত সুদ সহ, উত্তরদাতাকে প্রেরণ করবে – রেস জুডিকাটার নীতি – দেউলিয়া ও দেউলিয়া আইন, ২০১৬ – ধারা ১০।

বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি খারিজ করে, আদালত রায় দেয়:

১.১ আবেদনকারী যুক্তি দেয় যে পূর্ববর্তী উপলক্ষে, আপত্তিগুলি কার্যনির্বাহী মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ ছিল যা প্রাসঙ্গিক সময়ে উত্থাপিত হয়েছিল এবং বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত ছিল না। এই যুক্তি, অন্ততপক্ষে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করার একটি প্রচেষ্টা মাত্র। এটি কেবল অযৌক্তিক কারণে বিদেশি রায়ের কার্যকরীকরণকে বিলম্বিত করার একটি মরিয়া প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারী কার্যনির্বাহী মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য কোনও আনুষ্ঠানিক আবেদন দাখিল করেননি, তবে আদালত আবেদনকারীকে মৌখিকভাবে "সমস্ত উপলব্ধ কারণ" উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছিল। বিচারক তখন পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন, যা আবেদনকারীর পক্ষে তার আইনজীবীর মাধ্যমে মৌখিকভাবে উত্থাপিত হয়েছিল। হাইকোর্ট উল্লিখিত কারণগুলি পরীক্ষা করেছিল যা স্পষ্টতই বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতার পরিধির মধ্যে পড়েছিল। এই আদালতে দায়ের করা বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলিতে, আবেদনকারী আইনগত প্রশ্ন এবং কারণগুলিও সালিশ ও আপস আইন, ১৯৯৬-এর ৪৮ ধারার আওতার প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছিল, যার মধ্যে বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতিরিক্তভাবে, হাইকোর্টের একক বিচারক ২০১৭ সালের ১৭ই মার্চের আদেশের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলি ডিক্রি হিসাবে গণ্য হবে, যা পূর্বানুমান করে যে সেগুলি কার্যকরযোগ্য ছিল। সেই আদেশটি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা বহাল রাখা হয়েছিল যখন আবেদনকারীর আপিলগুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। এই আদেশগুলি চূড়ান্ত হয়েছে এবং

আবেদনকারী কর্তৃক চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। আবেদনকারী এরপর হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনার প্রতিকার অবলম্বন করে ব্যর্থ হয়েছিল। এমনকি পুনর্বিবেচনা আবেদনে পাস হওয়া আদেশটিও চূড়ান্ত হয়েছে। [অনুচ্ছেদ ১৩] [৬৩৮-ডি-এইচ; ৬৩৯-এ]

১.২ পূর্ববর্তী রাউন্ডে আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত কার্যনির্বাহী মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কিত কারণগুলি বিচ্ছিন্নভাবে এবং বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতার ইস্যু থেকে আলাদা করে বিবেচনা করা যেত না। কারণ, এটি বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতার প্রশ্নের সাথে অভ্যন্তরীণভাবে যুক্ত ছিল। যে কোনও ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর কাছে উপলব্ধ সমস্ত যুক্তি নির্দিষ্টভাবে উত্থাপন করা যেত এবং করা উচিত ছিল, এবং যদি উত্থাপন করা হতো, তবে আদালত সেই পর্যায়েই সেগুলি পরীক্ষা করতে পারত। আইনের ৪৮ ধারার পরিকল্পনা প্রাথমিকভাবে বিদেশি রায় সম্পর্কিত কার্যনির্বাহী মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা নিয়ে খণ্ড খণ্ড বিবেচনা করার কথা বলে না; এবং তারপর সেগুলির কার্যকরযোগ্যতার ইস্যু বিবেচনা করার কথা বলে না। যেহেতু, সালিশি কার্যধারা দ্রুত নিষ্পত্তির এবং আদালত কর্তৃক সীমিত হস্তক্ষেপের আইনী উদ্দেশ্য মাথায় রেখে, আদালতকে উভয় দিকই প্রাথমিক পর্যায়ে একযোগে বিবেচনা করতে হবে। অন্য কোনও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে বিদেশি রায় কার্যকরীকরণের জন্য ধারাবাহিক এবং একাধিক প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করবে। সালিশ ও আপস আইন, ১৯৯৬-এর ঘোষিত উদ্দেশ্য, বিশেষ করে বিদেশি রায় কার্যকরীকরণের ক্ষেত্রে, মাথায় রেখে এই ধরনের পরিস্থিতি বরদাস্ত করা যায় না। কারণ, বিদেশি রায় কার্যকরীকরণের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের পরিধি আইনসভা দ্বারা সচেতনভাবে সীমিত করা হয়েছে। অতএব, আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা বর্তমান আবেদনটি গঠনমূলক রেস জুডিকাটা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য, যেমনটি আপত্তিকৃত রায়ে হাইকোর্ট যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। [অনুচ্ছেদ ১৪] [৬৩৯-বি-এফ]

১.৩ আবেদনকারীর আচরণ এই আদালতকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়। কারণ, উত্তরদাতার অনুকূলে একটি অন্তর্বর্তী আদেশ পাস হওয়ার পর, যা জমা করা অর্থের কিছু অংশ তোলার অনুমতি দেয়, আবেদনকারী এর তিন দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২০১৮ সালের ২৩শে এপ্রিল কোম্পানির নাম পরিবর্তনে কোনো সময় নষ্ট করেনি। আবেদনকারী ২০১৮ সালের ২৬শে এপ্রিল তার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানাও পরিবর্তন করে এবং উত্তরদাতাকে বিষয়বস্তু রায়গুলির ফল ভোগ করা থেকে বিরত রাখতে ২০১৮ সালের ২৭শে এপ্রিল এনসিএলটি, কলকাতায় যেতে

কোনো সংকোচ বোধ করেনি, এবং আই&বি কোডের ধারা ১০ এর অধীনে দায়ের করা আবেদনে নির্লজ্জভাবে তা উল্লেখ করেছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, উত্তরদাতা একটি আনুষ্ঠানিক আবেদন দায়ের করে এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আবেদনকারী কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি, এমনকি একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও নয়। এই কারণেও, বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যানযোগ্য। [অনুচ্ছেদ ১৫] [৬৩৯-জি-এইচ; ৬৪০-এ-বি]

১.৪ আবেদনকারীর অন্য কোনো যুক্তি পরীক্ষা করা হয়নি, যার মধ্যে বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতার গুণগত মানও অন্তর্ভুক্ত। এমনকি যদি তা করাও হতো, আমরা হাইকোর্টের সাথে একমত হতাম যে, বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতাকে প্রশ্ন করার জন্য আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত কারণগুলি অযৌক্তিক, যা আইনের ৪৮ ধারার আওতার মধ্যে পড়ে না। হাইকোর্ট আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত কারণগুলির প্রতিটি দিক বিবেচনা করেছে; এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রতিটি বিবেচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি। হাইকোর্ট সঠিকভাবে আইনের ৪৮ ধারার অধীনে বিদেশি রায়গুলির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের সীমিত পরিধি উল্লেখ করেছে, এই আদালত কর্তৃক উচ্চারিত নীতিগুলি মাথায় রেখে। হাইকোর্ট যথার্থভাবে উল্লেখ করেছে যে আবেদনকারীর প্রচেষ্টা ছিল কার্যনির্বাহী আদালতকে রায়টি পুনরায় দেখার জন্য আহ্বান জানানো। তা বরদাস্ত করা যায় না। সালিশি ট্রাইব্যুনালের সামনে উত্তরদাতার দাবিকে সমর্থন করার জন্য জমা দেওয়া সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং রায়ে পৌঁছানো সিদ্ধান্তগুলি উল্লিখিত নথিগুলির ব্যাখ্যা এবং অর্থের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি বিবেচিত রায়ে সালিশি ট্রাইব্যুনালের আলোচনা এবং সিদ্ধান্তগুলি থেকে বোঝা যায়। [অনুচ্ছেদ ১৬] [৬৪০-বি-এফ]

১.৫ সালিশি ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি সমস্ত দিক থেকে বিবেচনা করেছে এবং যদি এটি কোনো ত্রুটি করে থাকে, তবে তা সর্বোচ্চ ইংরেজী আইন অনুযায়ী আপিলের মাধ্যমে সংশোধনযোগ্য হতে পারে, যে আইন দ্বারা সালিশি কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত। আদালতকে এই বিষয়গুলির সঠিকতা সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করতে দেখা যায় না। উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, দৃষ্টান্তমূলক ব্যয়ের পরিমাণ, যা

মোট ২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ টাকা মাত্র) নির্ধারিত হয়েছে, আজ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে উত্তরদাতাকে পরিশোধ করতে হবে। রেজিস্ট্রার (ওএস), কলকাতা হাইকোর্টকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী মামলার ক্রেডিটে জমা থাকা এফডিগুলি এনক্যাশ করবে এবং, অবিলম্বে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমতি পাওয়ার পর, সম্পূর্ণ অর্থ, মার্কিন ডলারে অর্জিত সুদ সহ, উত্তরদাতাকে প্রেরণ করবে। এটি আজ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে এই আদালতের রেজিস্ট্রিতে সম্মতি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। উপরোক্ত নির্দেশাবলী রেজিস্ট্রার (ওএস), কলকাতা হাইকোর্ট কর্তৃক পালন করা হবে, ভারতের অন্য কোনো আদালত/ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পাস করা কোনো আদেশ নির্বিশেষে। [অনুচ্ছেদ ১৭-১৯] [৬৪৬-ডি-এইচ; ৬৪৭-এ]

শ্রী লাল মহল লি. বনাম প্রোজেটো গ্রানো এসপিএ (২০১৪) ২ এসসিসি ৪৩৩ : রেনুসাগর পাওয়ার কোম্পানি লি. বনাম জেনারেল ইলেকট্রিক কো. (১৯৯৪) ১ সম্পূরক এসসিসি ৬৪৪ : [১৯৯৩] ৩ সম্পূরক এসসিআর ২২; অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লি. বনাম স পাইপস লি. (২০০৩) ৫ এসসিসি ৭০৫ : [২০০৩] ৩ এসসিআর ৬৯১ – উল্লিখিত।

<u>মামলা প্রসঙ্গ</u>

(২০১৪) ২ এস.সি.সি. ৪৩৩	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৮
[১৯৯৩] ৩ সম্পূরক এস.সি.আর. ২২	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৮
[২০০৩] ৩ এস.সি.আর. ৬৯১	উল্লেখিত	অনুচ্ছেদ ৮

দেওয়ানী আপিল এখতিয়ার: ২০১৮ এর বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানী) নং ৫৪০।

কলকাতার হাইকোর্টের জি.এ. নং ৩৩০৬ অফ ২০১৬ এর ২২.০৮.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে সাথে বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানী) নং ৫৪৯৩/২০১৯।

আবেদনকারীর পক্ষে এ.কে. সিনহা, প্রবীণ আইনজীবী, বিকাশ শেঠি, সানান্ধা মুখার্জি, দীপক গোয়েল, আইনজীবীরা।

উত্তরদাতার পক্ষে শ্যাম দিবান, প্রবীণ আইনজীবী, রাকেশ সিনহা, পিনাকী আড্ডি, শৈলেন্দ্র জৈন, চিরা রঞ্জন আড্ডি, আইনজীবীরা।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এ.এম. খানউইলকার, বিচারপতি ১. এই বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি কলকাতা হাইকোর্টের জি.এ. নং ৩৩০৬/২০১৬ ইন ই.সি. নং ৪৮৭/২০১৩ এর ২২শে আগস্ট, ২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ এবং জি.এ. নং ৩৩০৭/২০১৬ ইন ই.সি. নং ৪৮৮/২০১৩ এর ৯ই জুলাই, ২০১৮ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি উত্তরদাতা – পুরস্কারধারীর দ্বারা দায়ের করা দুটি পৃথক বিদেশি রায় সম্পর্কিত দুটি কার্যনির্বাহী আবেদনের সাথে সম্পর্কিত। যেহেতু এই দুটি আবেদনে উত্থাপিত প্রশ্নগুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, তাই সেগুলির উত্তর একসাথে দেওয়া হচ্ছে।

২. পক্ষগণ চুক্তিতে উল্লিখিত শর্তাবলী অনুসারে নন-বাসমতি সিদ্ধ চাল, থাইল্যান্ডের উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয়ের জন্য পৃথক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। চুক্তিতে একটি শর্ত ছিল যে, বিক্রেতার খরচে, অর্থাৎ উত্তরদাতার খরচে, এসজিএস কর্তৃক ইস্যুকৃত অফিসিয়াল ওজন সার্টিফিকেট অনুযায়ী লোডিং পোর্টে পরিমাণ চূড়ান্ত হবে। বিক্রেতা উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী চালান প্রেরণ করেছিল। চুক্তিটি একটি এফওবি চুক্তি ছিল এবং পণ্যগুলি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকারের জন্য ছিল। চুক্তির "অন্যান্য শর্তাবলীতে" বলা হয়েছে যে, চুক্তির উল্লিখিত শর্তাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন শর্তাবলী জিএএফটিএ ৪৮ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং লন্ডনে জিএএফটিএ ১২৫ অনুযায়ী আরবিট্রেশন ১২৫ দ্বারা বিরোধ নিষ্পত্তি করার কথা। ক্রেতা বিভিন্ন তারিখে লেটার অফ ক্রেডিট খুলেছিল এবং বিক্রেতা চালান প্রেরণ করেছিল। প্রতিটি একক চালানের জন্য, বিক্রেতা চুক্তি অনুসারে ইনভয়েস ইস্যু করেছিল। অপ্রয়োজনীয় বিবরণ বাদ দিয়ে, উল্লেখ্য যে চালের নিম্নমান এবং নির্দিষ্ট চালানের জন্য বিক্রেতা কর্তৃক উত্থাপিত ইনভয়েসের অর্থ পরিশোধ না করা নিয়ে কিছু বিরোধ দেখা দিয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত সালিশি কার্যধারার বিষয়বস্তু হয়। উত্তরদাতা ২০১১ সালের ২৮শে জুলাই সালিশি ধারাকে আহ্বান জানায় এবং শেষ পর্যন্ত শ্রী আর. বারবারকে তার সালিশকারী হিসাবে নিয়োগ করে। যেহেতু আবেদনকারী সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছিল, তাই উত্তরদাতা জিএএফটিএ আরবিট্রেশন রুলস ১২৫ অনুযায়ী তাদের পক্ষে একজন সালিশকারী নিয়োগের জন্য জিএএফটিএ-কে অনুরোধ করে। জিএএফটিএ যথাযথভাবে ২০১১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর শ্রী আর. ইকেলকে দ্বিতীয় সালিশকারী হিসাবে নিয়োগ করে। ২০১২ সালের ২৫শে জুন জিএএফটিএ শ্রী সি. ডেবাত্তিস্তাকে তৃতীয় সালিশকারী এবং ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করে।

৩. উত্তরদাতা ২০১২ সালের ১১ই মে দুটি স্বতন্ত্র সালিশি কার্যধারায়, যথাক্রমে চুক্তি-১

এবং চুক্তি-২ সম্পর্কিত, তার দাবি জমা দেয়। আবেদনকারীকে বিভিন্ন সুযোগ দেওয়ার পর এই দাবিগুলি জমা দেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ, সালিশি ট্রাইব্যুনাল সংশ্লিষ্ট চুক্তিগুলির সাথে সম্পর্কিত দুটি পৃথক রায় পাস করে, যা আরবিট্রেশন কেস নং ১৪/৪৫৬ (চুক্তি-১ সম্পর্কিত) এবং আরবিট্রেশন কেস নং ১৪/৪৫৭ (চুক্তি-২ সম্পর্কিত) নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, সালিশি ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীর বিরুদ্ধে এক্স-পার্টে অগ্রসর হয়েছিল কারণ নোটিশ দেওয়া সত্ত্বেও আবেদনকারী সালিশি কার্যধারায় অংশ নিতে অস্বীকার করেছিল। এটি কোনও প্রতিরক্ষা বিবৃতি বা পাল্টা দাবি দাখিল করেনি বা কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করেনি।

৪. ২০১৩ সালের ১৯শে নভেম্বর, উত্তরদাতা ১৯৯৬ সালের সালিশ ও আপস আইন (সংক্ষেপে "আইন") এর দ্বিতীয় অংশের অধীনে কলকাতা হাইকোর্টে দুটি কার্যনির্বাহী মামলা দায়ের করে, যা এক্সিকিউশন কেস নং ৪৮৭/২০১৩ (চুক্তি-১ সম্পর্কিত) এবং এক্সিকিউশন কেস নং ৪৮৮/২০১৩ (চুক্তি-২ সম্পর্কিত) নামে পরিচিত, বিদেশি সালিশি রায় কার্যকর করার জন্য। হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক উল্লিখিত কার্যনির্বাহী মামলাগুলিতে ২০১৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বরের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কিত কথিত আপত্তি প্রত্যাখ্যান করে একটি সাধারণ আদেশ পাস করেন। বিজ্ঞ একক বিচারক উল্লেখ করেন যে আবেদনকারী কার্যনির্বাহী মামলার বিরোধিতা করার জন্য কোনো হলফনামা বা আনুষ্ঠানিক আবেদন দাখিল করেননি, তবে কেবল তার আইনজীবীর মাধ্যমে মৌখিকভাবে আদালতে আপত্তি উত্থাপন করতে বেছে নিয়েছিলেন। একক বিচারক আবেদনকারীর আপত্তিগুলি উল্লেখ করেন। আদালত আরও উল্লেখ করেন যে আদালতকে সন্তুষ্ট হতে হবে যে বিদেশি রায় কার্যকরযোগ্য এবং সেই বিষয়ে তার সন্তুষ্টি রেকর্ড করতে হবে, যার ফলস্বরূপ, আইনের ৪৮ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে, রায়টি আদালতের ডিক্রি হিসাবে গণ্য হবে। বিজ্ঞ একক বিচারক এরপর আবেদনকারীর পক্ষে তার আইনজীবীর মাধ্যমে উত্থাপিত পাঁচটি আপত্তি উল্লেখ করেন, যা নিম্নরূপ:

"প্রথম আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে যে আবেদনে বিদেশি রায় কার্যকরযোগ্য বলে কোনো ঘোষণার প্রার্থনা করা হয়নি। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, রায়ের কার্যকরীকরণ সম্পর্কে ঘোষণার প্রার্থনা না করা হলে, আদালত এখতিয়ার অনুমান করতে পারে না। এই বিষয়ে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী বোম্বে হাইকোর্টের একক বেঞ্চের টোয়েফার ইন্টারন্যাশনাল এশিয়া প্রাইভেট লিমিটেড বনাম থাপার ইস্পাত লিমিটেড মামলার সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন, যা ২০০০ (১) এআরবি. এলআর ২৩৯ (বোম্বে) এর অনুচ্ছেদ ১৯-এ প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় আপত্তি হলো, পক্ষগুলির মধ্যে একটি দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন রয়েছে, যেখানে বিজ্ঞ একক

বিচারক এবং ডিভিশন বেঞ্চ উভয়ই স্পষ্টভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন যে মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন পক্ষগুলি কর্তৃক গৃহীত কোনো পদক্ষেপ মামলার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল থাকবে এবং তা মানতে বাধ্য থাকবে। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে ডিক্রিধারীর দ্বারা একটি ক্রস আপিল দায়ের করা হয়েছিল এবং বিজ্ঞ একক বিচারকের এই পর্যবেক্ষণে কোনো হস্তক্ষেপ করা হয়নি এবং সেই অনুযায়ী কার্যনির্বাহী আবেদনটি অপরিণত এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত রায় চূড়ান্ততা লাভ করে না।

তৃতীয় আপত্তি হলো, সালিশি ধারাটি সঠিকভাবে আহ্বান করা হয়নি। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে সালিশি ধারাটি একটি দুই-স্তরের ধারা। সালিশি ধারা আহ্বান করার আগে, পক্ষগুলিকে প্রথমে তাদের বিরোধগুলি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির চেষ্টা করতে হবে এবং কেবল ব্যর্থতার পরেই পক্ষগুলি চালের জন্য জিএএফটিএ ধারা এবং সালিশি বিধি ১২৫ অনুযায়ী তাদের বিরোধ সালিশের জন্য উল্লেখ করতে পারে। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে আবেদনে এমন কোনো বক্তব্য নেই যে সালিশি ধারা আহ্বান করার আগে বিরোধগুলি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে নিষ্পত্তির কোনো চেষ্টা করা হয়েছিল। যেহেতু এই পর্যায়টি আসেনি, তাই সালিশি ধারার আহ্বান প্রথম থেকেই বাতিল। এই বিষয়ে, বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী এই আদালতের একক বেঞ্চের একটি অপ্রকাশিত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করেছেন যা এপি ১১২ অফ ২০০৮ [ওয়াইধন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড বনাম কলকাতা বন্দরের ট্রাস্টি বোর্ড] তারিখে ২০১০ সালের ৫ই মে নিষ্পত্তি হয়েছিল।

চতুর্থ আপত্তি হলো, এমনকি যদি বিতর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে এই বন্ধুত্বপূর্ণ নিষ্পত্তি অনুসরণ করা হয়নি, তবুও একক সালিশকারী নিয়োগের বিষয়ে রুল ৩.১ অনুসরণ করা হয়নি। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে ডিক্রিধারীর উচিত ছিল উত্তরদাতাকে একজন একক সালিশকারী নিয়োগের বিষয়ে অবহিত করা এবং কেবল এই ধরনের অনুরোধ অস্বীকার করলেই বিধিমালায় নির্ধারিত অন্যান্য প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে।

পঞ্চম এবং শেষ আপত্তিটি হলো, উত্তরদাতার মনোনীত সালিশকারী জিএএফটিএ বিধিগুলির বিধানের বাইরে নিয়োগ করা হয়েছিল এবং সেই অনুযায়ী গৃহীত পদ্ধতি প্রথম থেকেই অনিয়মিত এবং রায়টি কার্যকরযোগ্য নয়।"

৫. প্রতিদ্বন্দ্বী যুক্তিগুলি বিবেচনা করার পর, আদালত উল্লিখিত আপত্তিগুলি এই সিদ্ধান্তে প্রত্যাখ্যান করে যে

আইনের অন্তর্নিহিত আইনী উদ্দেশ্য ছিল সালিশি কার্যধারায় আদালতের তত্ত্বাবধানমূলক ভূমিকা সীমিত করা এবং এটি সীমিত হস্তক্ষেপের পূর্বাভাস দিয়েছিল। উপরন্তু, এটি পর্যবেক্ষণ করে যে আবেদনকারীর উত্থাপিত আপত্তিগুলি হতাশার গোলকধাঁধায় এবং একটি কার্যকরযোগ্য রায় কার্যকরীকরণের প্রতিরোধে একটি মরিয়া প্রচেষ্টা ছিল, বরং উল্লিখিত আবেদনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার বিরুদ্ধে কোনো বাস্তব চ্যালেঞ্জ ছিল না। এই পর্যবেক্ষণগুলি প্রাসঙ্গিকতা পাবে কারণ উল্লিখিত ২০১৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বরের সাধারণ রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলিতে, আইনগত প্রশ্ন এবং উত্থাপিত কারণগুলি বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলি কার্যকরযোগ্য কিনা বা অন্যথায় তা নিয়ে আবেদনকারীর উত্থাপিত আপত্তির সাথে প্রতিধ্বনিত হয়। অর্থাৎ, বিশেষ অনুমতির আবেদন (দেওয়ানী) নং ৫৬১২ অফ ২০১৫ (চুক্তি-১ সম্পর্কিত) এ উত্থাপিত আইনগত প্রশ্ন এবং কারণগুলি নিম্নরূপ:

"আইনের প্রশ্ন: এই বিজ্ঞ আদালতের বিবেচনার জন্য সাধারণ ও জনগুরুত্বপূর্ণ নিম্নলিখিত আইনগত প্রশ্নগুলি উত্থাপিত হয়:-

i) কোনো কার্যনির্বাহী প্রক্রিয়ায় রায় কার্যকরযোগ্য বলে আদালতকে সিদ্ধান্ত নিতে ও ঘোষণা করতে বলার আগে কি কোনো আদেশ পাস করা যায়?

ii) একটি বিদেশি রায় কার্যকর করার চেষ্টা করার আগে কি রায়ধারীর দ্বারা তার কার্যকরযোগ্যতা সম্পর্কে কোনো ঘোষণা চাওয়া উচিত?

iii) একটি বিদেশি রায়, যা একটি যথাযথভাবে দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলায় চ্যালেঞ্জের অধীনে থাকা একটি সালিশি চুক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কি মামলাটি শোনা ও নিষ্পত্তি হওয়ার আগে কার্যকর করা যেতে পারে?

iv) পক্ষগুলির মধ্যে সালিশি চুক্তি থেকে উদ্ভূত বিদেশি রায় কার্যকর করার চেষ্টা করার আগে কি সালিশি ধারার বৈধ ও সঠিক আহ্বান একটি পূর্বশর্ত?

v) একটি দুই-স্তরের সালিশি ব্যবস্থায়, আনুষ্ঠানিকভাবে উল্লেখ শুরু করার আগে কি প্রথম স্তর (অর্থাৎ আলোচনা) শেষ করা প্রয়োজন?

vi) বিদেশি রায় কার্যকরীকরণ সম্পর্কে ঘোষণা না করে কি কার্যনির্বাহী আদালত এখতিয়ার গ্রহণ করতে পারে?

vii) আপিলকারীর দায়ের করা দেওয়ানী মামলার ফলাফলের আগে কি বিদেশি রায়ের কার্যকরীকরণ অপরিণত ছিল?

viii) রায়ধারী কর্তৃক সালিশি ধারার আহ্বান কি সঠিকভাবে করা হয়েছিল?

ix) সালিশি ট্রাইব্যুনাল কি বিদেশি রায় প্রদান করার সময় জিএএফটিএ সালিশি বিধিগুলির নিয়ম, নীতি এবং অনুশীলন সঠিকভাবে প্রয়োগ করেছিল?

x) ১৯৯৬ সালের আইনের ৪৮ ধারায় নির্ধারিত শর্তাবলী প্রথমে পূরণ না করে কি একজন রায়ধারী বিদেশি রায় কার্যকর করার জন্য আবেদন করতে পারে?

xi) কেবল মূল রায় এবং সালিশি চুক্তির যথাযথভাবে প্রত্যয়িত কপি জমা দেওয়ার মাধ্যমে কি একটি বিদেশি রায় কার্যকরযোগ্য বলে গণ্য হতে পারে?

xii) বিদেশি রায়ের বিরোধিতা করার জন্য ১৯৯৬ সালের আইনের ৪৮ ধারার অধীনে একটি আনুষ্ঠানিক আবেদন দাখিল করা কি প্রয়োজন, নাকি বিদেশি রায়ের কার্যকরযোগ্যতা সম্পর্কিত আপত্তি অন্যথায়ও করা যেতে পারে?

xiii) ১৯৯৬ সালের সালিশ ও আপস আইনের ৪৯ ধারার আশ্রয় কি ১৯৯৬ সালের আইনের ৪৮ ধারায় নির্ধারিত পরীক্ষা পূরণ না করে নেওয়া যেতে পারে?

xiv) একটি কথিত বিদেশি রায়ের মূল ভিত্তি চ্যালেঞ্জ করে একটি যথাযথভাবে দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলা বিচারাধীন থাকা সত্ত্বেও কি কার্যনির্বাহী আদালত কার্যনির্বাহের সহায়তায় কোনো আদেশ পাস করতে পারে?

xv) কার্যনির্বাহী আদালত কি দেওয়ানী মামলার বিচারাধীন অবস্থা এবং কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এই পর্যবেক্ষণকে উপেক্ষা করে কার্যনির্বাহী কার্যক্রমে যথেষ্ট আদেশ পাস করতে পারে যে "মামলার বিচারাধীন থাকাকালীন পক্ষগুলি কর্তৃক গৃহীত কোনো পদক্ষেপ মামলার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল থাকবে এবং তা মানতে বাধ্য থাকবে?

xvi) রায় দেনাদারের হলফনামা বা একটি কথিত বিদেশি রায়ের বিরুদ্ধে লিখিত আপত্তি দাখিল করার অনুমতি না দিয়ে কি বিদেশি রায়ের কার্যকরযোগ্যতা সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে?

xvii) আবেদনকারী কর্তৃক উত্থাপিত আপত্তিগুলি মোটেও বিবেচনা না করে কি একটি কথিত বিদেশি রায়ের উপর নির্ভর করে কোনো পক্ষের অনুকূলে অন্তর্বর্তী আদেশ পাস করা যেতে পারে?

কারণসমূহ:

ক) কারণ বর্তমান মামলার আইন ও তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে আপত্তিকৃত আদেশটি অযৌক্তিক।

খ) কারণ আবেদনকারীকে বিদেশি রায়ের কার্যকরযোগ্যতা সম্পর্কে হলফনামা দাখিল করার বা লিখিতভাবে আপত্তি জানানোর কোনো সুযোগ না দিয়েই আপত্তিকৃত আদেশটি পাস করা হয়েছে।

গ) কারণ হাইকোর্টের একজন একক বিচারক কর্তৃক পাসকৃত এবং ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত একটি পূর্ববর্তী দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলা থেকে উদ্ভূত আদেশের পর্যবেক্ষণ ও প্রভাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কলকাতা হাইকোর্টের একজন একক বিচারক কর্তৃক আপত্তিকৃত আদেশটি পাস করা হয়েছে।

ঘ) কারণ উত্তরদাতার অনুকূলে কোনো প্রাথমিকভাবে মামলা ছিল না এবং উত্তরদাতাকে কোনো অন্তর্বর্তী আদেশ মঞ্জুর করা যেত না।

ঙ) কারণ হাইকোর্ট আবেদনকারীকে গুণগত ভিত্তিতে হলফনামা দাখিল করতে এবং বিদেশি রায়ের কার্যকরযোগ্যতা সম্পর্কে লিখিতভাবে আপত্তি জানাতে ব্যর্থ হয়েছে?

চ) কারণ হাইকোর্ট এই ধারণায় ভুল করেছে যে ২০১৮ সালের ১৮.০৯.২০১৪ তারিখের আদেশ অনুসারে আবেদনকারীর দ্বারা দাখিল করা ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি সম্পর্কে হলফনামা আবেদনকারীর আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে একটি খুব দুর্বল চিত্র দিয়েছে।

ছ) কারণ হাইকোর্ট ১৯৯৬ সালের সালিশ ও আপস আইনের ৪৭ এবং ৪৮ ধারায় নির্ধারিত পরীক্ষাটি রায়ধারী/উত্তরদাতা পূরণ করেনি বা সন্তুষ্ট করেনি তা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

জ) কারণ হাইকোর্ট ১৯৯৬ সালের সালিশ ও আপস আইনের উদ্দেশ্য এবং পরিধি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং আইনগত ও প্রকৃতপক্ষে নিজেকে ভুল পথে পরিচালিত করেছে।

ঝ) কারণ হাইকোর্ট উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে আপত্তিকৃত আদেশটি কষ্ট ও অসুবিধা সৃষ্টি করবে এবং আবেদনকারীর দৈনন্দিন ব্যবসাকে প্রভাবিত করবে।

ঞ) কারণ হাইকোর্ট এই ধারণায় ভুল করেছে যে কার্যনির্বাহী কার্যধারার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা মোকাবেলায় আবেদনকারীকে পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া হয়েছিল।"

৬. উল্লিখিত বিশেষ অনুমতির আবেদনটি ২০১৫ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি খারিজ হয়ে যায়। একইভাবে, আবেদনকারী কর্তৃক দায়ের করা বিশেষ অনুমতির আবেদন, অর্থাৎ এসএলপি(সি) নং ৬৬৮২ অফ ২০১৫ (চুক্তি-২ সংক্রান্ত, যেখানে একই ধরনের প্রশ্ন ও কারণ জড়িত ছিল), ২০১৫ সালের ১৭ই আগস্ট খারিজ হয়ে যায়।

৭. পরবর্তীতে, যখন হাইকোর্টের একক বিচারকের সামনে কার্যনির্বাহী আবেদনের বিষয়টি আসে, তখন আদালত লক্ষ্য করে যে, তারা এর পূর্ববর্তী ২০১৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বরের আদেশে ইতিমধ্যেই রায় দিয়েছে যে, বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলি ডিক্রি হিসাবে গণ্য এবং তাই কার্যকরযোগ্য, যখন উভয় ক্ষেত্রেই কার্যনির্বাহী আবেদনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কিত আবেদনকারীর আপত্তি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। বিজ্ঞ একক বিচারক আবেদনকারীকে তার প্রধান কর্মকর্তাকে পরীক্ষা করার নির্দেশ দেন। আবেদনকারী ২০১৫ সালের ১৭ই মার্চের উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করে, যা ২০১৫ সালের ১লা ডিসেম্বরের সাধারণ আদেশের মাধ্যমে ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা নিষ্পত্তি হয়। এই আদেশগুলিকে চূড়ান্ততা অর্জন করতে দেওয়া হয়েছে। আবেদনকারী এরপর কার্যনির্বাহী মামলায় একটি পুনর্বিবেচনার আবেদন দায়ের করে। হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক ২০১৫ সালের ৮ই জুন একই আবেদন খারিজ করে দেন, এই যুক্তি দিয়ে যে, পুনর্বিবেচনার আবেদনটি এমন একটি বিষয় পুনরায় খোলার একটি কৌশল যা বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যানের পর চূড়ান্ততা অর্জন করেছিল। পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রত্যাখ্যানের পর, আবেদনকারীকে আইনের ৪৮ ধারার পরিপ্রেক্ষিতে বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কার্যনির্বাহী মামলাগুলিতে জি.এ. নং ৩৩০৬/২০১৬ এবং ৩৩০৭/২০১৭ দায়ের করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। আমরা জি.এ. নং ৩৩০৬/২০১৬ এ দায়ের করা আবেদনটি উল্লেখ করতে পারি যে, কোন কারণে বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতা সম্পর্কে আপত্তি পুনরায় উত্থাপিত হয়েছিল। এর প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

"৭৪. উল্লিখিত ২০১০ সালের ১০ই এপ্রিলের কথিত রায়টি কার্যকরযোগ্য নয়, অন্যান্য কারণের মধ্যে, জালিয়াতি এবং/অথবা দুর্নীতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায়, যেমনটি উপরে বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। কথিত রায় কার্যকরীকরণে অন্যান্য চ্যালেঞ্জের প্রতি কোনো বিরূপতা না রেখে, জালিয়াতি ও দুর্নীতির বিশেষ বিবরণ নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো:-

(ক) রায়ধারী প্রতারণা করার এবং/অথবা আবেদনকারীর উপর জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে সালিশি ট্রাইব্যুনালের সামনে ইউএসডলার ৩৮২,৩৪৬.৯০ মূল্যের মামলা সি.এস.নং ১৯৬ অফ ২০১১ (স্লিপওয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ লি. বনাম ব্যাংক অফ বরোদা) দায়ের করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে গোপন করেছিল এবং সালিশি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক উল্লিখিত অর্থের সমেত কথিত রায়টি সংগ্রহ করেছিল।

(খ) রায়ধারী আবেদনকারীকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে, কোনো প্রকার কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্য ছাড়াই একটি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

(গ) তার ২০১০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারির চিঠি এবং মেইল উভয় দ্বারাই রায়ধারী স্বীকার করেছিল যে, সে নিম্নমানের চাল পাঠিয়েছিল এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, সে তার পরিদর্শকদের বাংলাদেশে পাঠাবে প্রেরিত নিম্নমানের চালের যৌথ পরিদর্শনের জন্য এবং ভিসা পাওয়ার জন্য তার পরিদর্শকদের পাসপোর্ট পাঠাবে এবং সম্মত হয়েছিল যে, তারা তাদের রপ্তানি বিল অফ এক্সচেঞ্জের বিপরীতে সাময়িকভাবে ৯০% অর্থ গ্রহণ করবে এবং অবশিষ্ট ১০% অর্থ যৌথ পরিদর্শনের পর এবং রায়ধারী কর্তৃক সরবরাহকৃত নিম্নমানের পণ্যের দাবির নিষ্পত্তির পর পরিশোধ করা হবে।

(ঘ) তবে, পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী ৯০% অর্থ আবেদনকারী কর্তৃক মুক্তি পাওয়ার সাথে সাথে, রায়ধারী যৌথ পরিদর্শনের জন্য এবং দাবির চূড়ান্তকরণের জন্য তার প্রতিনিধি পাঠাতে অস্বীকার করে এবং কথিতভাবে দাবি করে যে, লোডিং পোর্টে অনুষ্ঠিত পরিদর্শন চূড়ান্ত ছিল এবং আবেদনকারীকে প্রতারণা করার এবং/অথবা জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে বিল অফ এক্সচেঞ্জের অবশিষ্ট ১০% অর্থের দাবি করে।

(ঙ) রায়ধারী একটি তথ্য হিসাবে প্রস্তাব করেছিল যে, যদি আবেদনকারী নিম্নমানের পণ্যের জন্য বিল অফ এক্সচেঞ্জ গ্রহণ করে এবং বিলের ৯০% অর্থ পরিশোধ করে, তবে এটি যৌথ পরিদর্শনের জন্য তার প্রতিনিধিদের নিযুক্ত করবে এবং অবশিষ্ট ১০% এমন যৌথ পরিদর্শন এবং দাবির চূড়ান্তকরণের পরে নিষ্পত্তি করা হবে, যা সত্য ছিল না এবং যা রায়ধারী সত্য বলে বিশ্বাস করেনি।

(চ) রায়ধারী আবেদনকারীকে প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে তিনটি চালানের মোট বকেয়া অর্থের ২.২২% সম্পর্কিত কথিত রায়টি সংগ্রহ করেছিল, সক্রিয়ভাবে গোপন করে যে, এটি তিনটি চালানের জন্য আবেদনকারীর উপর কোনো চালান তৈরি করেনি বা বিদ্যমান লেটার অফ ক্রেডিটের অধীনে কোনো দাবি করেনি, যার মাধ্যমে প্রথম দুটি চালানের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধ করা হয়েছিল এবং আরও যে, এটি তৃতীয় চালানের জন্য অবশিষ্ট ২.২২% এর জন্য কোনো বিল অফ এক্সচেঞ্জ তৈরি করেনি যা এম.ভি. তু ম্যান গ্যাং জাহাজের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল।

(ছ) রায়ধারী আবেদনকারীর উপর জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে জিএএফটিএ-কে একটি ভুল ইমেল ঠিকানা দিয়েছিল এবং সঠিক ইমেল ঠিকানা তার ২০১১ সালের ১১ই জানুয়ারী এবং

২০১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারীর মেইলের মাধ্যমে সালিশি ট্রাইব্যুনালের ২০১১ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের মেইলের মাধ্যমে সালিশি প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ার পর দেওয়া হয়েছিল।

(জ) রায়ধারী আবেদনকারীর উপর জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে একটি তথ্য হিসাবে প্রস্তাব করেছিল, যা সত্য ছিল না এবং যা রায়ধারী সত্য বলে বিশ্বাস করেনি যে, অবশিষ্ট ২.২২% বা প্রতি মেট্রিক টন ইউএসডলার ১০/- এই ভিত্তিতে প্রদেয় হবে যে "লোডিংয়ের সময় পরিদর্শনের সনদ গুণগত মানের জন্য চূড়ান্ত হবে" ২০১০ সালের ৭ই ডিসেম্বরের চুক্তির পরিশিষ্টটি গোপন করে, যা প্রদান করে যে "প্রতি মেট্রিক টন ইউএসডলার ১০/- হারে অবশিষ্ট অর্থ গন্তব্য বন্দরে গুণগত মান পরিদর্শনের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রদেয় হবে", এবং এই প্রক্রিয়ায়, রায়ধারী ১৩৭,১৪৮.২০ ইউএসডলার মূল্যের একটি কথিত রায় সংগ্রহ করেছিল।

(ঝ) রায়ধারী আবেদনকারীর উপর জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে সালিশি ট্রাইব্যুনাল থেকে সক্রিয়ভাবে গোপন করেছিল যে, তৃতীয় চালানের ক্ষেত্রে, যা এমভি তু ম্যান গ্যাং জাহাজের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল, তাদের চালানের অবশিষ্ট ১০% অর্থাৎ ৩৮২,৩৪৬.৯০ ইউএসডলার পরিদর্শনের পর এবং চূড়ান্তকরণের পর নিষ্পত্তি করার কথা ছিল এবং এইভাবে, রায়ধারী ৩৮২,৩৪৬.৯০ ইউএসডলার মূল্যের একটি কথিত রায় সংগ্রহ করেছিল।

(ঞ) রায়ধারী আবেদনকারীকে প্রতারণা করার এবং আবেদনকারীর উপর জালিয়াতি করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে কথিত সালিশি ট্রাইব্যুনাল থেকে গোপন করেছিল যে, রায়ধারী তার ২০১১ সালের ১০ই জুন এবং ২০১১ সালের ১১ই জুলাই তারিখের চিঠিতে তার দায় স্বীকার করেছিল এবং তু ম্যান গ্যাং জাহাজের জন্য ২০,৯২১.৮৮ ইউএসডলার ডেমারেজ চার্জ পরিশোধ করতে সম্মত হয়েছিল। রায়ধারী কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ এবং উন্নত বিবরণ প্রকাশ না করা পর্যন্ত আবেদনকারী জালিয়াতির অন্যান্য বিবরণ প্রকাশ করতে অক্ষম। রায়ধারী কর্তৃক এমন পূর্ণাঙ্গ এবং উন্নত বিবরণ প্রকাশের পর আবেদনকারী একটি সম্পূরক হলফনামা দাখিল করার অনুমতি প্রার্থনা করে।

৭৫. এই পরিস্থিতিতে, কথিত রায়ধারী ভারতের জননীতির সাথে সাংঘর্ষিক ছিল কারণ এটি জালিয়াতি দ্বারা প্ররোচিত বা প্রভাবিত হয়েছিল এবং তাই কথিত রায়ধারীর কার্যকরীকরণ প্রত্যাখ্যান করা উচিত এবং/অথবা এটিকে অকার্যকর বলে গণ্য করা উচিত।

৭৬. উপরোক্তের প্রতি কোনো বিরূপতা না রেখে এবং/অথবা এর অতিরিক্ত হিসাবে, কথিত রায়টি কার্যকরযোগ্য নয়, অন্যান্য কারণের মধ্যে, নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর ভিত্তি করে:-

এ-১. পক্ষগুলির মধ্যে ২০১০ সালের ২৫শে অক্টোবরের চুক্তিটি নিম্নরূপ প্রদান করে:

"উপরোক্তের সাথে সাংঘর্ষিক নয় এমন অন্যান্য সকল শর্তাবলী জিএএফটিএ ৪৮ সালিশি অনুযায়ী লন্ডনে জিএএফটিএ ১২ অনুসারে।

সালিশি

এই চুক্তি বা এর কার্যনির্বাহ সম্পর্কিত সমস্ত বিরোধ উভয় পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে বন্ধুত্বপূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করা হবে। যদি কোনো নিষ্পত্তি না হয়, তবে বিতর্কিত মামলাটি চালের জন্য জিএএফটিএ ধারা এবং যদি কোনো সংশোধন থাকে এবং সালিশি বিধি ১২৫ অনুযায়ী সালিশের জন্য জিএএফটিএ, লন্ডনে জমা দেওয়া হবে।"

জিএএফটিএ ১২৫ এর একটি কপি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং "ওও" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। জিএএফটিএ নং ৪৮ এর একটি কপি এখানে সংযুক্ত করা হয়েছে এবং "পিপি" হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এ-২. জিএএফটিএ নং ৪৮ পরীক্ষা করলে স্পষ্ট হয় যে, এটি একটি আদর্শ চুক্তিপত্র যা বিস্তারিতভাবে পূরণ করতে হবে এবং পক্ষগুলি দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে। বর্তমান ক্ষেত্রে, আবেদনকারী জিএএফটিএ নং ৪৮ এ রায়ধারীর সাথে কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। উপরোক্তের পরিপ্রেক্ষিতে, জিএএফটিএ ফর্ম নং ৪৮ এর শর্তাবলী এবং/অথবা এর ভিত্তিতে পক্ষগুলির মধ্যে কোনো চুক্তি ছিল না।

এ-৩. তবে, কথিত রায়টি জিএএফটিএ নং ৪৮ এর ভিত্তিতে পাস হয়েছিল। অতএব, সালিশি প্রক্রিয়া পক্ষগুলির চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না এবং উল্লিখিত আইনের ৪৮ (১)(ঘ) ধারার অধীনে রায়টি কার্যকরযোগ্য নয়।

বি-১. জিএএফটিএ নং ৪৮ প্রযোজ্য ছিল বলে ধরে নিলেও, কিন্তু স্বীকার না করেও, যদি ২০১০ সালের ২৫শে অক্টোবরের চুক্তির সাথে সাংঘর্ষিক হয় তবে তা প্রয়োগ করা যাবে না। ২০১০ সালের ৭ই ডিসেম্বরের সংযোজন দ্বারা সংশোধিত চুক্তিটি প্রদান করে যে "... প্রতি মেট্রিক টন ইউএসডলার ১০/- এর অবশিষ্ট অর্থ গন্তব্য বন্দরের গুণগত মান পরিদর্শনের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রদেয় হবে।"

বি-২. তবে, কথিত রায়টি জিএএফটিএ নং ৪৮ এর ধারা ৫ এর ভিত্তিতে পাস হয়েছিল, যা প্রদান করে "লোডিংয়ের সময় পরিদর্শনের সনদ গুণগত মানের জন্য চূড়ান্ত হবে"।

বি-৩. অতএব, সালিশি প্রক্রিয়া পক্ষগুলির চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না এবং তাই, উল্লিখিত কথিত রায়টি কার্যকরযোগ্য নয়।

সি-১. ২০১১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বরের একটি মেইলের মাধ্যমে, রায়ধারী আবেদনকারীকে তিন দিনের মধ্যে তার সালিশকারী নিয়োগের জন্য অবহিত করে এবং জানায় যে, তা করতে ব্যর্থ হলে, তারা আবেদনকারীর পক্ষে একজন সালিশকারী নিয়োগের জন্য জিএএফটিএ-কে অনুরোধ করবে। তবে, ২০১২ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারীর একটি যোগাযোগের মাধ্যমে, শ্রী বারদিয়া রায়ধারীর পক্ষে জিএএফটিএ-কে অবহিত করেন যে, তিনি জিএএফটিএ থেকে ২০১২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরের একটি কথিত চিঠি পেয়েছেন, যেখানে মামলা নং ১৪-৪৫৬ তে আবেদনকারীর পক্ষে শ্রী আর. আইকেলকে সালিশকারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে এবং মামলা নং ১৪-৪৫৭ তে সালিশকারী নিয়োগের অনুরোধ করেছেন।

সি-২. আবেদনকারী কর্তৃক সালিশকারী নিয়োগের সময়সীমা ২০১১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর শেষ হওয়ার কথা ছিল। এর পরেই, রায়ধারী একজন সালিশকারী নিয়োগের জন্য জিএএফটিএ-তে আবেদন করার অধিকারী ছিল। ২০১১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর জিএএফটিএ কর্তৃক শ্রী আর. আইকেলের নিয়োগ রায়ধারীর কোনো আবেদন ছাড়াই অনিয়মিত ছিল এবং আবেদনকারীর উপর বাধ্যতামূলক ছিল না। যে কোনো ক্ষেত্রে এবং যেহেতু রায়ধারী তার ২০১১ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বরের চিঠির মাধ্যমে আবেদনকারীকে তিন দিনের মধ্যে তার সালিশকারী নিয়োগ করতে চেয়েছিল এবং যেহেতু তিন দিনের সময়সীমা গণনার ক্ষেত্রে ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখটি বাদ দিতে হবে, তাই জিএএফটিএ কর্তৃক ২০১১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর শ্রী আর. আইকেল বা অন্য কোনো সালিশকারীর কোনো নিয়োগ করা যেত না এবং এমন কথিত নিয়োগ পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তির পরিপন্থী হওয়ায় খারাপ এবং আবেদনকারীর উপর বাধ্যতামূলক নয় এবং হতে পারে না।

সি-৩. যেহেতু আবেদনকারীর পক্ষে সালিশকারী চুক্তি অনুযায়ী পদ্ধতি অনুসারে নিয়োগ করা হয়নি, তাই সালিশি ট্রাইব্যুনালের গঠন পক্ষগুলির চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না এবং কথিত রায় কার্যকর করা যাবে না এবং এর কার্যকরীকরণ প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

ডি-১. কথিত রায় প্রদান করে যে –

"৬.২০ : ট্রাইব্যুনাল অতএব সিদ্ধান্ত নেয় যে, জিএএফটিএ স্যাম্পলিং রুলস নং ১২৪ এর ধারা ৬.১ এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতারা ২০১১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারির বার্তার ১৪ দিনের মধ্যে, অতএব, ২০১১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে একটি বিশ্লেষণের সনদ সরবরাহ করতে বাধ্য ছিল।

৬.২১: তাই ডিফল্টের তারিখ হবে একদিন পরে, অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১১ এবং তাই আমরা এটি খুঁজে পাই।"

ডি-২. জিএএফটিএ সালিশি বিধিগুলি প্রদান করে যে, একজন দাবিদার নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সালিশের জন্য একটি বিরোধ উল্লেখ করার অভিপ্রায় জানাতে পারে। অর্থ পরিশোধ না করার ক্ষেত্রে, বিরোধ উত্থাপনের ৬০ দিনের বেশি সময়সীমার বাইরে একটি রেফারেন্সের নোটিশ ইস্যু করা যাবে না। একজন দাবিদার সময়সীমা শেষ হওয়ার আগে সালিশি প্রক্রিয়া শুরু করতে পারে বা একজন সালিশকারী নিয়োগ করতে পারে।

ডি-৩. সালিশের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল এবং এর পক্ষে সালিশকারী রায়ধারী কর্তৃক ২০১১ সালের ২৮শে জুলাইয়ের দুটি চিঠির মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছিল। অতএব, সালিশের নোটিশ এবং সালিশকারী নিয়োগ জিএএফটিএ এর সালিশি বিধি এবং/অথবা পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী প্রাথমিক দৃষ্টিতেই সময়সীমা অতিক্রম করেছিল।

ডি-৪. উপরন্তু, জিএএফটিএ ১২৪ পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিতে কোনো স্থান পায়নি এবং বর্তমান ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে অপ্রযোজ্য।

ডি-৫. অতএব, সালিশি প্রক্রিয়া এবং সালিশকারীদের নিয়োগ পক্ষগুলির চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না এবং প্রযোজ্য আইনের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না, এবং তাই, উল্লিখিত কথিত রায় কার্যকরযোগ্য ছিল না।

ই-১. ২০১২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বরের একটি মেইলের মাধ্যমে, সালিশি ট্রাইব্যুনাল রায়ধারীকে সেদিন ব্যবসা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তার অতিরিক্ত দাবি জমা দেওয়ার অনুমতি দেয়। আবেদনকারীকে তার প্রতিরক্ষা জমা দেওয়ার কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। ২০১২ সালের ২৩শে নভেম্বরের একটি মেইলের মাধ্যমে জিএএফটিএ রায়ধারীকে প্রশ্ন করে যে, রায়ধারী কর্তৃক দাখিল করা আবেদনকারীর ঠিকানা সঠিক ছিল কিনা। ২০১২ সালের ১৭ই ডিসেম্বরের একটি মেইলের মাধ্যমে, ট্রাইব্যুনাল সালিশি প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়। ২০১১ সালের ১১ই জানুয়ারী এবং ২০১২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারীর মেইলের মাধ্যমে রায়ধারী আবেদনকারীর সঠিক ইমেল ঠিকানা জিএএফটিএ-কে জমা দেয়, অর্থাৎ সালিশি প্রক্রিয়া বন্ধ হওয়ার পর।

ই-২. অতএব, বর্তমান আবেদনকারীকে সালিশকারী নিয়োগের যথাযথ নোটিশ দেওয়া হয়নি। আবেদনকারীকে সালিশি কার্যধারার যথাযথ নোটিশ দেওয়া হয়নি। আবেদনকারী তার মামলা উপস্থাপন করতে অক্ষম ছিল। এই পরিস্থিতিতে, কথিত রায় কার্যকরযোগ্য নয়।

এফ-১. ২০১২ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বরের জিএএফটিএ এর মেইল থেকে এটি স্পষ্ট যে, জিএএফটিএ কেবল লিখিত নথি গ্রহণ করতে পারে।

২০১২ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বরের জিএএফটিএ এর মেইল থেকে, এটি প্রতীয়মান হয় যে, দাবি জমা দেওয়ার লিখিত কপি রায়ধারী কর্তৃক ২০১২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বরে দাখিল করা হয়েছিল, যদিও সময়সীমা ২০১২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ছিল।

এফ-২. এই পরিস্থিতিতে, সালিশি প্রক্রিয়া প্রযোজ্য আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না এবং কথিত রায়ের কার্যকরীকরণ প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

জি-১. আবেদনকারী কর্তৃক রায়ধারীর বিরুদ্ধে দায়ের করা সি.এস. নং ১৮৫ অফ ২০১১ শীর্ষক একটি দেওয়ানী মামলা, যেখানে ২০১১ সালের ২৮শে জুলাইয়ের কথিত বিরোধগুলি সালিশের জন্য উল্লেখ করার এবং সালিশকারী নিয়োগের কথিত নোটিশগুলিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, বিচারাধীন রয়েছে। উল্লিখিত মামলায় ২০১১ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরের একটি আদেশ বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক পাস হয়েছিল, যা নির্দেশ করে যে মামলার পক্ষগুলি কর্তৃক গৃহীত কোনো পদক্ষেপ মামলার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল থাকবে এবং তা মানতে বাধ্য থাকবে। উক্ত আদেশ বিজ্ঞ ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক রায়ধারীর ক্রস-আপত্তি খারিজ করে বহাল রাখা হয়েছিল। মামলাটি এখনও বিচারাধীন রয়েছে। রায়ধারী এই বিজ্ঞ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক ২০১২ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বরের আদেশ, যা উভয় আপিল এবং দুটি ক্রস-আপত্তি খারিজ করে, তা চ্যালেঞ্জ করেনি। এটি না করায়, রায়ধারী মেনে নিয়েছে যে বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক করা পর্যবেক্ষণগুলি, যা বলে যে "মামলার পক্ষগুলি কর্তৃক গৃহীত কোনো পদক্ষেপ মামলার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল থাকবে এবং তা মানতে বাধ্য থাকবে", সালিশি ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পাস করা যেকোনো রায়ের কার্যকরীকরণকে প্রভাবিত করবে।

জি-২. এই পরিস্থিতিতে, কথিত রায় চূড়ান্ততা লাভ করেনি এবং করতেও পারেনি এবং তাই এখনও কার্যকরযোগ্য নয়।"

৮. হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক (কার্যনির্বাহী আদালত) কে আবারও বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতা সম্পর্কিত আপত্তিগুলি বিবেচনা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। শুরুতেই, এটি উল্লেখ করেছে যে, প্রথম রাউন্ডে আপত্তি প্রত্যাখ্যানের পর যখন এই আদালত কর্তৃক বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি খারিজ হওয়ার সাথে সাথে চূড়ান্ততা অর্জন করেছিল, তখন এমন একটি চ্যালেঞ্জ রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না। এটি রায় দিয়েছে যে, এখন উত্থাপিত আপত্তিগুলি রেস জুডিকাটার নীতি দ্বারা প্রভাবিত হবে। তা সত্ত্বেও, আদালত বিষয়গুলি গুণগত ভিত্তিতে পরীক্ষা করতে অগ্রসর হয় এবং মতামত দেয় যে, সেগুলি ভারতের জননীতির সাথে বিরোধের আওতার মধ্যে পড়ে না। অন্যদিকে, এটি আদালতকে বিদেশি রায়গুলি দ্বিতীয়বার

দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর একটি প্রচেষ্টা ছিল। আইনের ৪৮ ধারার সীমিত এখতিয়ারের পরিপ্রেক্ষিতে এটি বরদাস্ত করা যেত না, যেখানে উভয় পক্ষের আইনজীবীরা বিদেশি রায় এবং দেশীয় রায়ের কার্যকরযোগ্যতার প্রশ্ন পরীক্ষা করার সময় যে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে তার পার্থক্য তুলে ধরেছিলেন, যেমনটি এই আদালত শ্রী লাল মহল লি. বনাম প্রোজেটো গ্রানো এসপিএ১, রেনুসাগর পাওয়ার কোম্পানি লি. বনাম জেনারেল ইলেকট্রিক কো.২, এবং অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লি. বনাম স পাইপস লি.৩. তে বর্ণনা করেছে। উপরন্তু, হাইকোর্ট আরও পর্যবেক্ষণ করে যে, আবেদনকারীকে সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও সালিশি কার্যধারায় অংশ নিতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং এই ধরনের কার্যধারার নোটিশ থাকা সত্ত্বেও, তাকে এই অভিযোগ করতে শোনা যাবে না যে উত্তরদাতা - রায়ধারী সালিশি ট্রাইব্যুনালের সামনে প্রাসঙ্গিক নথি উপস্থাপন করেনি। অন্যদিকে, আদালত রায় দেয় যে উত্তরদাতা - রায়ধারী সালিশি ট্রাইব্যুনালের সামনে সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি/উপকরণ উপস্থাপন করেছিল এবং বিশেষ করে, কারণ পক্ষগুলির মধ্যে পরবর্তী চিঠিপত্র থেকে খুব স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল যে, উত্তরদাতা গন্তব্য বন্দরে কোনো গুণগত মান পরিদর্শনের প্রতিবেদন উপস্থাপন করার তার বাধ্যবাধকতা স্পষ্টভাবে অস্বীকার করেছিল। এটি আরও উল্লেখ করে যে সালিশি ট্রাইব্যুনালের বিষয়টি একভাবে বা অন্যভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার ছিল এবং বর্তমান ক্ষেত্রে, এটি সেভাবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হাইকোর্ট আরও উল্লেখ করে যে, আবেদনকারী সালিশি ট্রাইব্যুনালের বিরুদ্ধে কোনো জালিয়াতি বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেনি। আবেদনকারীর অভিযোগ থেকে, এমনকি যদি এটিকে তার বাহ্যিক অর্থেও নেওয়া হয়, তবে এটি আইনের ৪৮ ধারার অধীনে হস্তক্ষেপের যোগ্য ছিল না। সংক্ষেপে, বিজ্ঞ একক বিচারক সুপ্রতিষ্ঠিত আইনী অবস্থান এবং হাতে থাকা মামলার বাস্তব পরিস্থিতি উল্লেখ করার পর, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিষয়বস্তু বিদেশি রায়ের কার্যকরযোগ্যতা সম্পর্কিত আবেদনকারীর আপত্তিগুলি গুণহীন ছিল এবং তাই সেগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয়।

৯. ক্ষুব্ধ হয়ে, আবেদনকারী বর্তমান বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলির মাধ্যমে আবারও এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে, মোটা দাগে হাইকোর্টের সামনে উত্থাপিত আপত্তিগুলি পুনরাবৃত্তি করে। এর মধ্যে, বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলি জালিয়াতি দ্বারা কলুষিত হয়েছে; রায়গুলি চুক্তির শর্তাবলীর পরিপন্থী এবং এইভাবে আইনের ২৮(৩) ধারার লঙ্ঘন; সালিশি ট্রাইব্যুনাল এমন একটি বিষয় বিবেচনা করেছে যার বিষয়ে পূর্বে কোনো বিরোধ ছিল না; সালিশি ট্রাইব্যুনাল একটি নতুন মামলা তৈরি করেছে যা এমনকি দাবিদার কর্তৃক দাবি বিবৃতিতে তৈরি করা হয়নি; বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলি কারণ

১(২০১৪) ২ এসসিসি ৪৩৩

২১৯৯৪ সম্পূরক (১) এসসিসি ৬৪৪

৩(২০০৩) ৫ এসসিসি ৭০৫

দ্বারা সমর্থিত নয় এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের লঙ্ঘন এবং ভারতীয় আইনের মৌলিক নীতির পরিপন্থী; এবং আইনের ৪৮ ধারার অধীনে আবেদন বিবেচনা করার সময় কার্যনির্বাহী আদালত একটি প্রথম আপিল আদালত হিসাবে কাজ করেছে এবং সিপিসি-র আদেশ ৪১ বিধি ৩৩ এর অধীনে ক্ষমতা অনুমান করেছে এবং নতুন কারণ ও তথ্য সরবরাহ করে সালিশি রায় বহাল রেখেছে, যা আপত্তিকৃত রায়গুলি পাস হওয়ার ভিত্তি নয়।

১০. অন্যদিকে, উত্তরদাতা জোর দিয়ে বলেছে যে, আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা আবেদনটি রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য ছিল না কারণ এটি রেস জুডিকাটা, ইস্যু এস্টপেল এবং কজ অফ অ্যাকশন এস্টপেলের নীতিগুলি এবং অনুরূপ নীতিগুলি দ্বারা প্রভাবিত ছিল। উত্তরদাতা আবেদনকারীর আচরণের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, যা আদালতকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়। এর মধ্যে, ২০১৮ সালের ২০শে অক্টোবর আদালত কর্তৃক অন্তর্বর্তী আদেশ পাস হওয়ার পর, যা উত্তরদাতাকে বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যনির্বাহের সাথে সম্পর্কিত হাইকোর্টে জমা করা অর্থের কিছু অংশ তোলার অনুমতি দেয়, আবেদনকারী তার নাম ২০১৮ সালের ২৩শে এপ্রিল এলএমজে ইন্টারন্যাশনাল লি. থেকে শ্রী মুনীসুব্রত এগ্রি ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড-এ পরিবর্তন করে। এরপর এটি তার নিবন্ধিত অফিস ২০১৮ সালের ২৬শে এপ্রিল বা তার আশেপাশে হেমন্ত বসু সরণি থেকে ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিটে পরিবর্তন করে। আবেদনকারী এরপর, কোনো সংকোচ ছাড়াই, এনসিএলটি, কলকাতায় ২০১৮ সালের ২৭শে এপ্রিল ২০১৬ সালের দেউলিয়া ও দেউলিয়া আইনের ধারা ১০ এর অধীনে একটি আবেদন দায়ের করে, যাতে উত্তরদাতা বর্তমান আবেদনগুলিতে সফল হলে তাকে কোনো অতিরিক্ত অর্থ মুক্ত করা থেকে বিরত রাখতে একটি স্থগিতাদেশ জারি করা যায়। যে উদ্দেশ্যে আবেদনকারী এনসিএলটি কার্যধারা শুরু করেছিল, তা প্রকৃতপক্ষে এনসিএলটি-এর সামনে আবেদনকারী কর্তৃক দায়ের করা আবেদনের বিবৃতির মধ্যেই প্রকাশিত, যেখানে দাবি করা হয়েছে যে কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রক্রিয়া শুরু করার উদ্দেশ্য ছিল উত্তরদাতাকে অর্থ প্রাপ্তি থেকে বিরত রাখা। এই সমস্ত উন্নয়ন উত্তরদাতা কর্তৃক রেকর্ড করা হয়েছে। আবেদনকারী নিজে এগুলি প্রকাশ করেনি, যা আইন অনুযায়ী তার বাধ্যবাধকতা ছিল। কেবল এই কারণেই, উত্তরদাতা যুক্তি দেয় যে, আবেদনকারীকে কোনো ছাড় দেখানো উচিত নয়।

১১. গুণগত ভিত্তিতে, এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত কারণগুলি আইনের ৪৮ ধারার আওতার মধ্যে পড়বে না, যা খুব সংকীর্ণ এবং আদালতকে বিদেশি রায়গুলি দ্বিতীয়বার দেখার প্রয়োজন হয় না। কারণগুলি, সর্বোত্তমভাবে, আবেদনকারী কর্তৃক ইংরেজি আইন (ইউকে আরবিট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৯৬) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিদেশি রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের করা আপিলে উত্থাপন করা যেতে পারে। আবেদনকারী এমন আপিল দায়ের করতে

ব্যর্থ হওয়ায় উল্লিখিত রায়গুলিকে চূড়ান্ততা অর্জন করতে দিয়েছে। এমনকি এই অভিযোগের ভিত্তিতে জালিয়াতির যুক্তিও যে, প্রাসঙ্গিক নথিগুলি সালিশি ট্রাইব্যুনালের নজরে আনা হয়নি উত্তরদাতা – রায়ধারীর দ্বারা, ভিত্তিহীন এবং কেবল বকেয়া আদায়ে বিলম্ব করার একটি ছলনা মাত্র। এর মধ্যে, উত্তরদাতা তার ব্যাংক থেকে আবেদনকারীর ব্যাংকে ২০১১ সালের ৩রা জুনের একটি সুইফট বার্তা এবং পক্ষগুলির মধ্যে পরবর্তী চিঠিপত্র উপস্থাপন করেছিল, যা সালিশি ট্রাইব্যুনাল বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় উল্লেখ করেছে। এমন কোনো অভিযোগ নেই যে উত্তরদাতা জালিয়াতির মাধ্যমে সালিশি রায় পাওয়ার উদ্দেশ্যে পক্ষগুলির মধ্যে উল্লিখিত চিঠিপত্র গোপন করেছিল। আবেদনকারী কর্তৃক গৃহীত নির্দিষ্ট কারণটি ছিল যে, রায়ধারী প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে আবেদনকারীর উপর জালিয়াতি করেছিল। এটি আইনের ৪৮ ধারার অর্থের মধ্যে বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলি অকার্যকর ছিল বলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। আবেদনকারীর সালিশি কার্যধারার পর্যাপ্ত নোটিশ ছিল কিন্তু সে তার সর্বোত্তম জানা কারণে সেই কার্যধারায় অংশ না নিতে বেছে নিয়েছিল। অতএব, এখন সে ঘুরতে পারে না এবং কোনো নথি বিবেচনা না করার বিষয়ে অভিযোগ করতে পারে না। উপরন্তু, অভিযোগটি কার্যনির্বাহী আদালতকে রায়টি দ্বিতীয়বার দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর প্রকৃতির, যা আইনের ৪৮ ধারার পরিধি নয়। উত্তরদাতা আবেদনকারীর পক্ষে উত্থাপিত যৌগিক সুদের হারে বার্ষিক ৪% হারে ত্রৈমাসিক বিশ্রামে গণনা করার বিষয়েও আপত্তি জানিয়েছে, যা প্রযোজ্য আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। উত্তরদাতা শ্রী লাল মহল লি. (উপরোক্ত) এবং রেনুসাগর পাওয়ার কোম্পানি লি. (উপরোক্ত) এর রায়ের উপরও নির্ভর করেছে। উত্তরদাতা বর্তমান মামলাগুলিতে বিদেশি রায়ের বিপরীতে দেশীয় রায় কার্যকরীকরণের পরিধির উপর আবেদনকারী কর্তৃক উদ্‌ধৃত রায়গুলিও পার্থক্য করেছে। উত্তরদাতা জমা দিয়েছে যে, এই আবেদনগুলি দৃষ্টান্তমূলক ব্যয় সহ খারিজ করা হোক এবং তা করার সময়, রেজিস্ট্রার (ওএস), কলকাতা হাইকোর্টকে অবিলম্বে প্রায় ২ কোটি টাকার এফডি এনক্যাশ করার জন্য যথাযথ নির্দেশ জারি করা হোক, উভয় কার্যনির্বাহী মামলার ক্রেডিটে এবং অবিলম্বে সম্পূর্ণ প্রাপ্তি, মার্কিন ডলারে অর্জিত সুদ সহ, উত্তরদাতাকে প্রেরণ করা হোক, যেমনটি পূর্বে ২০১৮ সালের ৫ই জানুয়ারী, ২০১৮ সালের ৫ই মার্চ এবং ২০১৮ সালের ২০শে এপ্রিলের আদেশের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, সে বিষয়ে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্বানুমতি পাওয়ার পর। উত্তরদাতা আবেদনকারীর বিরুদ্ধে ঘাটতি অর্থ সুরক্ষিত করার জন্যও নির্দেশ চাইছে, যা এফডিগুলির অধীনে অর্থের বরাদ্দকরণের পর অবশিষ্ট থাকবে, যা রেজিস্ট্রার (ওএস),

কলকাতা হাইকোর্টের কাছে জমা আছে। উত্তরদাতা যুক্তি দেবে যে, বর্তমান মামলার বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং স্থগিতাদেশের কারণে কোনো জটিলতা এড়াতে এই ধরনের নির্দেশ প্রয়োজন, যেহেতু আবেদনকারী দেউলিয়া ও দেউলিয়া আইনের অধীনে কার্যধারা শুরু করেছে।

১২. আমরা আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী এ.কে. সিনহা এবং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ জ্যেষ্ঠ আইনজীবী শ্রী শ্যাম দিভানের বক্তব্য শুনেছি।

১৩. আমরা প্রথমে এই প্রাথমিক বিষয়টি পরীক্ষা করতে অগ্রসর হই যে, হাইকোর্টের ২০১৪ সালের ৪ঠা ডিসেম্বরের রায় সত্ত্বেও বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতা সম্পর্কে কারণ উত্থাপন করার অধিকার আবেদনকারীর ছিল কিনা, যে রায়ে কার্যনির্বাহী আবেদনের রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে আপত্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল এবং এই আদালত কর্তৃক বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি এবং হাইকোর্ট কর্তৃক পুনর্বিবেচনার আবেদন প্রত্যাখ্যানের ফলে যা চূড়ান্ততা অর্জন করেছিল। আবেদনকারী যুক্তি দেয় যে, পূর্ববর্তী উপলক্ষে, আপত্তিগুলি প্রাসঙ্গিক সময়ে উত্থাপিত কারণগুলির ভিত্তিতে কার্যনির্বাহী মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার প্রশ্নে সীমাবদ্ধ ছিল এবং বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত ছিল না। এই যুক্তি, অন্ততপক্ষে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করার একটি প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটি কেবল অযৌক্তিক কারণে বিদেশি রায়ের কার্যকরীকরণকে বিলম্বিত করার একটি মরিয়া প্রচেষ্টা। প্রকৃতপক্ষে, আবেদনকারী কার্যনির্বাহী মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতার প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য কোনো আনুষ্ঠানিক আবেদন দাখিল করেননি, তবে আদালত আবেদনকারীকে মৌখিকভাবে "সমস্ত উপলব্ধ কারণ" উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছিল। বিজ্ঞ বিচারক তখন পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করেছিলেন, যা আবেদনকারীর পক্ষে তার আইনজীবীর মাধ্যমে মৌখিকভাবে উত্থাপিত হয়েছিল, যেমনটি উপরে অনুচ্ছেদ ৪-এ উদ্‌ধৃত করা হয়েছে। হাইকোর্ট উল্লিখিত কারণগুলি পরীক্ষা করেছিল যা স্পষ্টতই বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতার পরিধির মধ্যে পড়েছিল। এই আদালতে দায়ের করা বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলিতে, আবেদনকারী আইনগত প্রশ্ন এবং কারণগুলিও আইনের ৪৮ ধারার আওতার প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছিল, যার মধ্যে বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এটি পূর্ববর্তী এসএলপিগুলির প্রশ্নাবলী এবং কারণগুলির ঘনিষ্ঠ পাঠ থেকে বোঝা যায়, যা উপরে অনুচ্ছেদ ৫-এ পুনরুত্পাদন করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, হাইকোর্টের বিজ্ঞ একক বিচারক ২০১৫ সালের ১৭ই মার্চের আদেশের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলি ডিক্রি হিসাবে গণ্য হবে, যা পূর্বানুমান করে যে সেগুলি কার্যকরযোগ্য ছিল। সেই আদেশটি ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা বহাল রাখা হয়েছিল যখন আবেদনকারীর

আপিলগুলি নিষ্পত্তি করা হয়েছিল। এই আদেশগুলি চূড়ান্ত হয়েছে এবং আবেদনকারী কর্তৃক চ্যালেঞ্জ করা হয়নি। আবেদনকারী এরপর হাইকোর্টে পুনর্বিবেচনার প্রতিকার অবলম্বন করে ব্যর্থ হয়েছিল। এমনকি পুনর্বিবেচনা আবেদনে পাস হওয়া আদেশটিও চূড়ান্ত হয়েছে।

১৪. যাই হোক না কেন, পূর্ববর্তী রাউন্ডে আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত কার্যনির্বাহী মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা সম্পর্কিত কারণগুলি বিচ্ছিন্নভাবে এবং বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতার ইস্যু থেকে আলাদা করে বিবেচনা করা যেত না। কারণ, এটি বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতার প্রশ্নের সাথে অভ্যন্তরীণভাবে যুক্ত ছিল। যে কোনো ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর কাছে উপলব্ধ সমস্ত যুক্তি নির্দিষ্টভাবে উত্থাপন করা যেত এবং করা উচিত ছিল, এবং যদি উত্থাপন করা হতো, তবে আদালত সেই পর্যায়েই সেগুলি পরীক্ষা করতে পারত। আমরা সুচিন্তিত মতামত দিচ্ছি যে, আইনের ৪৮ ধারার পরিকল্পনা প্রাথমিকভাবে বিদেশি রায় সম্পর্কিত কার্যনির্বাহী মামলার রক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতা নিয়ে খণ্ড খণ্ড বিবেচনা করার কথা বলে না; এবং তারপর সেগুলির কার্যকরযোগ্যতার ইস্যু বিবেচনা করার কথা বলে না। যেখানে, সালিশি কার্যধারা দ্রুত নিষ্পত্তির এবং আদালত কর্তৃক সীমিত হস্তক্ষেপের আইনী উদ্দেশ্য মাথায় রেখে, আদালতকে উভয় দিকই প্রাথমিক পর্যায়ে একযোগে বিবেচনা করতে হবে। অন্য কোনো দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করলে বিদেশি রায় কার্যকরীকরণের জন্য ধারাবাহিক এবং একাধিক প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করবে। সালিশ ও আপস আইন, ১৯৯৬-এর ঘোষিত উদ্দেশ্য, বিশেষ করে বিদেশি রায় কার্যকরীকরণের ক্ষেত্রে, মাথায় রেখে আমরা এই ধরনের পরিস্থিতি বরদাস্ত করতে পারি না। কারণ, বিদেশি রায় কার্যকরীকরণের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের পরিধি আইনসভা দ্বারা সচেতনভাবে সীমিত করা হয়েছে। অতএব, আবেদনকারীর দ্বারা দায়ের করা বর্তমান আবেদনটি গঠনমূলক রেস জুডিকাটা দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রত্যাখ্যানযোগ্য, যেমনটি আপত্তিকৃত রায়ে হাইকোর্ট যথার্থভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে।

১৫. একটি অতিরিক্ত কারণ রয়েছে যা আবেদনকারীকে কোনো ছাড় দেখাতে আমাদের নিরুৎসাহিত করে। উত্তরদাতার উত্থাপিত অভিযোগে আমরা শক্তি পাই যে, আবেদনকারীর আচরণ এই আদালতকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়। কারণ, উত্তরদাতার অনুকূলে একটি অন্তর্বর্তী আদেশ পাস হওয়ার পর, যা জমা করা অর্থের কিছু অংশ তোলার অনুমতি দেয়, আবেদনকারী এর তিন দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২০১৮ সালের ২৩শে এপ্রিল কোম্পানির নাম পরিবর্তনে কোনো সময় নষ্ট করেনি। আবেদনকারী তার নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানাও ২০১৮ সালের ২৬শে এপ্রিল পরিবর্তন করে এবং উত্তরদাতাকে বিষয়বস্তু রায়গুলির ফল ভোগ করা থেকে বিরত রাখতে এনসিএলটি,

কলকাতায় ২০১৮ সালের ২৭শে এপ্রিল যেতে কোনো সংকোচ বোধ করেনি, এবং আইএবি কোডের ধারা ১০ এর অধীনে দায়ের করা আবেদনে নির্লজ্জভাবে তা উল্লেখ করেছে। লক্ষণীয় বিষয় হল, উত্তরদাতা একটি আনুষ্ঠানিক আবেদন দায়ের করে এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আবেদনকারী কোনো ব্যাখ্যা দেয়নি, এমনকি একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যাও নয়। এই কারণেও, বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

১৬. একথা বলার পর, আমরা আবেদনকারীর অন্য কোনো যুক্তি পরীক্ষা করতে চাই না, যার মধ্যে বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতার গুণগত মানও অন্তর্ভুক্ত। এমনকি যদি আমরা তা করতামও, আমরা হাইকোর্টের সাথে একমত হতাম যে, বিষয়বস্তু বিদেশি রায়গুলির কার্যকরযোগ্যতাকে প্রশ্ন করার জন্য আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত কারণগুলি অযৌক্তিক, যা আইনের ৪৮ ধারার আওতার মধ্যে পড়ে না। যাই হোক না কেন, আমরা দেখতে পাই যে, হাইকোর্ট আবেদনকারীর দ্বারা উত্থাপিত কারণগুলির প্রতিটি দিক বিবেচনা করেছে; এবং হাইকোর্ট কর্তৃক প্রতিটি বিবেচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গে প্রকাশিত দৃষ্টিভঙ্গি একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গি। হাইকোর্ট সঠিকভাবে আইনের ৪৮ ধারার অধীনে বিদেশি রায়গুলির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের সীমিত পরিধি উল্লেখ করেছে, এই আদালত কর্তৃক উচ্চারিত নীতিগুলি মাথায় রেখে। হাইকোর্ট যথার্থভাবে উল্লেখ করেছে যে, আবেদনকারীর প্রচেষ্টা ছিল কার্যনির্বাহী আদালতকে রায়টি পুনরায় দেখার জন্য আহ্বান জানানো। তা বরদাস্ত করা যায় না। আমরা হাইকোর্টের সাথেও একমত হব যে, সালিশি ট্রাইব্যুনালের সামনে উত্তরদাতার দাবিকে সমর্থন করার জন্য জমা দেওয়া সমস্ত প্রাসঙ্গিক নথি রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে এবং রায়ে পৌঁছানো সিদ্ধান্তগুলি উল্লিখিত নথিগুলির ব্যাখ্যা এবং অর্থের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এটি বিবেচিত রায়ে সালিশি ট্রাইব্যুনালের আলোচনা এবং সিদ্ধান্তগুলি থেকে বোঝা যায়। এর প্রাসঙ্গিক অংশটি নিম্নরূপ:

"৬. আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত

৬.১ আমাদের বিবেচনার জন্য জমা দেওয়া বিতর্কিত বিষয়গুলি তিনটি ভিন্ন দিক নিয়ে উদ্বিগ্ন, প্রথমত, বিক্রেতারা চুক্তির গুণগত মান সরবরাহ করেছিল এবং ক্রেতারা তা গ্রহণ করেছিল কিনা। দ্বিতীয়ত, সম্পূর্ণ চুক্তির পরিমাণের ভারসাম্যের বিষয়টি এবং তৃতীয়ত, প্রথম দুটি বিষয়ের পরে, চালানের অর্থ পরিশোধের বিষয়টি।

৬.২ যেহেতু উত্তরদাতা যুক্তি উপস্থাপনের রাউন্ডে অংশগ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ট্রাইব্যুনাল তার আলোচনা এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত কেবল দাবিদারদের দ্বারা দাখিল করা যুক্তি এবং প্রমাণের উপর ভিত্তি করে করতে বাধ্য।

৬.৩ প্রথম ইস্যুতে শুরুতেই, অর্থাৎ বিক্রেতারা চুক্তির গুণগত মান সরবরাহ করেছিল এবং ক্রেতারা তা গ্রহণ করেছিল কিনা, ট্রাইব্যুনাল শাসনকারী চুক্তির বিধানগুলির উপর এবং প্রাসঙ্গিক হলে, এর সংশোধনীগুলির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

৬.৪ পক্ষগুলির মধ্যে চুক্তিটি ১৫০০০ মেট্রিক টন থাই নন-বাসমতি সিদ্ধ চাল ব্যাংকক এফওবি শর্তাবলীতে বিক্রয় ও ক্রয়ের জন্য ছিল। ৬.৫. চুক্তিতে এর পরিপ্রেক্ষিতে গুণগত মান ধারায় বলা হয়েছিল যে:- "সরবরাহকৃত চাল '১৫০০০ মেট্রিক টন (৫ শতাংশ কম বা বেশি) নন-বাসমতি সিদ্ধ চাল ১৫ শতাংশ (সর্বোচ্চ) ভাঙা হবে। ২০০৯-২০১০ থাইল্যান্ডের উৎপাদিত পণ্যের সর্বশেষ ফসল। ভালো অবস্থায়, 'মানুষের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত কোনো অপ্রীতিকর গন্ধ ছাড়াই, ছাঁচ, গাঁজন বা অবনতির কোনো চিহ্ন থেকে মুক্ত এবং ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক পদার্থ এবং বিষাক্ত আগাছার বীজ থেকে মুক্ত। চাল অবশ্যই পোকার উপদ্রব থেকে মুক্ত হতে হবে এবং নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।"

i) আর্দ্রতা (সর্বোচ্চ): ১৩ পিসিটি

ii) ভাঙা শস্য (সর্বোচ্চ): ১৫ পিসিটি (৩/৪র্থ এবং তার নিচে চালের আকার ভাঙা হিসাবে বিবেচিত হবে এবং ১/৪র্থ এর কম ভাঙা ২ শতাংশের বেশি হবে না)

iii) বিদেশি পদার্থ (সর্বোচ্চ): ০.৩ শতাংশ

iv) মৃত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিবর্ণ শস্য (সর্বোচ্চ): মোট ৩ শতাংশ

iv) তেজস্ক্রিয়তা (সর্বোচ্চ): ৫০ ডিও/কেজি ০১ ৭৩৭ এসসি/১৩৪ সিএস (সার্ক এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ফসলের জন্য শিথিলযোগ্য)

৬.৬ এই বিরোধের প্রাসঙ্গিকতায় এবং চুক্তির গুণগত মান ধারার বিবেচনায়, একই ২০১১ সালের ৭ই ডিসেম্বর তারিখে সংশোধিত হয়েছিল এবং পরিবর্তিত হয়েছিল:

"২. বৈশিষ্ট্য: ধারা II – ১৫ পিসিটি এর বদলে ১৭ পিসিটি সর্বোচ্চ ১/০ এ সংশোধিত হবে। ধারা IV – মোট ৩ পিসিটি এর বদলে ৬ পিসিটি সর্বোচ্চ ১/০ এ সংশোধিত হবে।

অন্যান্য সমস্ত বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তিত থাকবে।"

৬.৭ দাবিদারদের দ্বারা তিনটি আংশিক চালান নিম্নরূপ সম্পাদিত হয়েছিল:-

১. ২০১১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর এমভি স্টারডি ফ্যালকনে ১,৬১০.০০ মেট্রিক টন

২. ২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এমভি জিনিয়াস মেরিনারে ৩,৪৩৯.০০ মেট্রিক টন

৩. ২০১১ সালের ১৭ই জানুয়ারি এমভি তুম্যান গ্যাং (ভুল বানান) এ ৮,৬৮৯.৫৫ মেট্রিক টন

৬.৮ পরবর্তীতে, ১৩৩,৭২৯.৫৫ মেট্রিক টন বিক্রেতারা ক্রেতাদের কাছে সরবরাহ করেছিল এবং বিক্রেতারা প্রতিটি চালানের জন্য চুক্তির অধীনে বিভিন্ন নথি সরবরাহ করেছিল, যার মধ্যে তথাকথিত "এসজিএস কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রাক-চালান পরিদর্শন সার্টিফিকেট" ছিল, যেমন পেমেন্ট ধারার অধীনে, তবে ২০১১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের চুক্তি সংশোধনী দ্বারা "আইএসসি" কর্তৃক ইস্যুকৃত হিসাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

৬.৯ এই প্রাক-চালান পরিদর্শন সার্টিফিকেটগুলি প্রকৃতপক্ষে তিনটি চালানের জন্য আইএসসি কর্তৃক ইস্যুকৃত হয়েছিল, যেখানে নিম্নলিখিত বিশ্লেষণ ফলাফল প্রদর্শিত হয়েছিল:

১. ২০১১ সালের ২৭শে ডিসেম্বরের সার্টিফিকেট নং ১১০০০(২) ২২০১০/৪, এমভি স্টারডি ফ্যালকনের জন্য

আর্দ্রতা: ১২.৮০%

মোট ভাঙা দানা: ১৫.০০%

ছোট ভাঙা: ০.৫৯%

মৃত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিবর্ণ দানা: ৩.০০%

বিদেশি পদার্থ: ০.০৭%

২. ২০১১ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের সার্টিফিকেট নং ১১০৩৮/২০১০/৪, এমভি জিনিয়াস ম্যানারের জন্য

আর্দ্রতা: ১২.৮০%

মোট ভাঙা দানা: ১২.৬০%

ছোট ভাঙা: ০.৪৬%

মৃত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিবর্ণ দানা: ৩.০০%

বিদেশি পদার্থ: ০.১৬%

৩. ২০১১ সালের ১৭ই জানুয়ারীর সার্টিফিকেট নং ১১০৩৯/২০১০/২, এমভি তু ম্যান গ্যাং এর জন্য

আর্দ্রতা: ১২.৮০%

মোট ভাঙা দানা: ১৪.৭৯%

ছোট ভাঙা: ০.২৩%

মৃত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিবর্ণ দানা: ৩.০০%

বিদেশি পদার্থ: ০.২৯%

৬.১০ যদি আমরা ২০১১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের চুক্তি সংশোধনী দ্বারা পরিকল্পিত পরিবর্তনগুলি উপেক্ষা করি, যা "ভাঙা দানা" এবং "মৃত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিবর্ণ দানা" এর জন্য আরও উচ্চতর স্তর প্রদান করে, তবে আইএসসি দ্বারা সরবরাহকৃত ফলাফল চুক্তির অধীনে গুণগত মানের জন্য পূর্বাভাসিত প্যারামিটারের মধ্যে ছিল।

৬.১১ ট্রাইব্যুনাল অতএব সিদ্ধান্ত নেয় যে, তিনটি জাহাজে প্রেরিত পণ্যের গুণগত মান সংশোধিত চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে ছিল।

৬.১২. উপরোক্তের অতিরিক্ত, জিএএফটিএ চুক্তি নং ৪৮ এর গুণগত মান ধারা ৫ এর বিধান, যা একটি "টেল কুয়ালে" চুক্তি, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নলিখিতটি বলে: "লোডিংয়ের সময় পরিদর্শনের সনদ – গুণগত মানের জন্য চূড়ান্ত হবে।"

৬.১৩ ফলস্বরূপ, এবং চুক্তির অর্থ পরিশোধের শর্ত বিবেচনা করে যা অর্থ পরিশোধের জন্য প্রদান করে "শিপিং নথি প্রাপ্তির পর", অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, আইএসসি কর্তৃক ইস্যুকৃত এবং বিক্রেতারা কর্তৃক সরবরাহকৃত উপরোক্ত প্রাক-চালান সার্টিফিকেটগুলি, বিক্রেতারা চুক্তির অধীনে অর্থ পরিশোধ শুরু করার অধিকারী ছিল।

৬.১৪ অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে বিক্রেতাদের প্রতিটি আংশিক চালানের জন্য প্রতি মেট্রিক টন ৪৪০.০০ ইউএসডি অর্থ পরিশোধের দাবি সফল হয়েছে।

৬.১৫ ২০১১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের সংশোধনী অনুযায়ী সম্মত প্রতিটি আংশিক চালানের জন্য প্রতি মেট্রিক টন ১০.০০ ইউএসডি এর ভারসাম্যের উল্লেখ করে, সংশোধনীটি প্রদান করে যে

"গন্তব্য বন্দরের গুণগত মান পরিদর্শনের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রতি মেট্রিক টন ১০.০০ ইউএসডি এর ভারসাম্য অর্থ প্রদেয় হবে"।

৬.১৬ এটি প্রকৃতপক্ষে চুক্তির মূল বিধানের একটি পরিবর্তন প্রতিষ্ঠা করে যে, অন্তত প্রতি মেট্রিক টন ১০.০০ ইউএসডি এর ভারসাম্যের ক্ষেত্রে, লোডিং পোর্টে গুণগত মান চূড়ান্ত হবে। চুক্তি নিজেই এবং এর ২০১১ সালের ৭ই ডিসেম্বরের সংশোধনী এর ব্যাখ্যা ও নির্মাণের উপর, ট্রাইব্যুনাল উল্লেখ করে যে, সংশোধনী নিজেই

"১. পরিমাণ" এ সংজ্ঞায়িত করে যে চুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ওজন এখনও "লোডিংয়ে চূড়ান্ত" হবে যখন সংশোধিত অর্থ পরিশোধের শর্ত এখন বলে যে "প্রতি মেট্রিক টন ১০.০০ ইউএসডি এর একটি ভারসাম্য অর্থ কেবল "গন্তব্য বন্দরের গুণগত মান পরিদর্শনের প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রদেয় হবে।"

৬.১৭ অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে চুক্তিটি বৈধভাবে এই বিধানের জন্য পরিবর্তিত হয়েছিল যে বিক্রেতারা কেবল গন্তব্য বন্দর, অর্থাৎ বাংলাদেশের একটি গুণগত মান পরিদর্শনের প্রতিবেদন উপস্থাপনের পরেই প্রতি মেট্রিক টন ১০.০০ ইউএসডি এর ভারসাম্যের অর্থ পরিশোধ শুরু করতে পারত।

৬.১৮ যেহেতু ক্রেতারা আজ পর্যন্ত বিক্রেতাদের বিভিন্ন স্মারক দেওয়া সত্ত্বেও এমন কোনো গুণগত মান পরিদর্শন উপস্থাপন করেনি, জিএএফটিএ স্যাম্পলিং রুলস নং ১২৪, ধারা ৬:১ প্রদান করে যে একটি "বিশ্লেষণের সনদ" নমুনা বিশ্লেষকের কাছে পাঠানোর "১৪ কার্যদিবসের মধ্যে" অন্য পক্ষকে পাঠাতে হবে।

৬.১৯ ক্রেতারা তাদের ২০১১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারির বার্তায় প্রথমে ব্যাখ্যা করেছিল যে শেষ জাহাজ, অর্থাৎ এমভি তু ম্যান গ্যাং এ প্রেরিত পণ্যের গুণগত মান নিম্নমানের ছিল।

৬.২০ অতএব, ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত নেয় যে, জিএএফটিএ স্যাম্পলিং রুলস নং ১২৪ এর ধারা ৬:১ এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্রেতারা ২০১১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারির বার্তার পরে, অতএব, সর্বোচ্চ ২০১১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারির মধ্যে একটি বিশ্লেষণের সনদ সরবরাহ করতে বাধ্য ছিল।

৬.২১. অতএব, ডিফল্টের তারিখ হবে একদিন পরে, অর্থাৎ ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১১ এবং তাই আমরা এটি খুঁজে পাই।

৬.২২ যেহেতু ক্রেতারা ১৪ দিনের এই সময়সীমার মধ্যে সনদটি পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই চুক্তি এবং এর সংশোধনীগুলির অধীনে আলোচিত যেকোনো বিষয়ে প্রত্যাখ্যান বা ভাতার জন্য যেকোনো দাবি মওকুফ বলে গণ্য হবে এবং সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হবে, এবং তাই আমরা এটি খুঁজে পাই।

৬.২৩ অতএব, ট্রাইব্যুনাল সিদ্ধান্ত নেয় যে বিক্রেতাদের প্রতি মেট্রিক টন ১০.০০ ইউএসডি এর ভারসাম্যের চালানের অর্থ পরিশোধের দাবি সফল হয়েছে।

৬.২৪ চুক্তির অধীনে চালানের পরিমাণ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট বিরোধ নেই কারণ চুক্তিটি ১৫০০০ মেট্রিক টন, +-৫% ক্রেতার বিকল্পে চালানের জন্য প্রদান করে এবং বিক্রেতারা কেবল ১৩,৭২৯.৫৫ মেট্রিক টন চালান করেছিল।

৬.২৫ ক্রেতারা তবুও ২০১১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি বিক্রেতাদের অবহিত করে যে চুক্তির অধীনে অর্থ পরিশোধের জন্য পরিকল্পিত মূল লেটার অফ ক্রেডিট বাড়ানো হবে না এবং ক্রেতারা তাই "পুরাতন চুক্তিতে ২০০০ টনের ভারসাম্যের পরিমাণের জন্য নতুন এলসি" প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা করেছিল।

৬.২৬ ট্রাইব্যুনাল এই উদ্দেশ্যে কোনো নতুন লেটার অফ ক্রেডিট দেখেনি এবং যেহেতু ক্রেতারা তা দাখিল করেনি, তাই চুক্তিটি শেষ হয়ে গেছে,

৬.২৭ অতএব, আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে বিক্রেতাদের পাওনা অর্থ এবং সুদের হিসাব ১৩,৭২৯.৫৫ মেট্রিক টনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে হওয়া উচিত।

৬.২৮ আমরা সিদ্ধান্ত নিই এবং ঘোষণা করি যে:

১) বিক্রেতাদের তিনটি চালানের প্রতিটির জন্য প্রতি মেট্রিক টন ১০.০০ ইউএসডি এর ভারসাম্যের অর্থ পরিশোধের দাবি, যার পরিমাণ ১৩৭,১৪৮.২০ ইউএসডি, সফল হয়েছে। ২০১১ সালের ২৯শে জুন থেকে সুদ চলতে থাকবে। ক্রেতাদের ইমেলের তারিখ যেদিন তারা বিক্রেতাদের "কোনো অর্থ পরিশোধ করতে বাধ্য এবং/অথবা দায়বদ্ধ" থাকবে না বলে জানিয়েছিল।

২) এমভি তুম্যান গ্যাং জাহাজের চালানের উল্লেখ করে চালান থেকে কেটে নেওয়া অবশিষ্ট অর্থের জন্য বিক্রেতাদের দাবি, যার পরিমাণ ৩৮২,৩৪৬.৯০ ইউএসডি, সফল হয়েছে। ২০১১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে সুদ চলতে থাকবে, যে তারিখে ক্রেতাদের "গন্তব্য বন্দরে গুণগত মান পরিদর্শনের প্রতিবেদন" সরবরাহ করা উচিত ছিল।

ক্রেতারা অবিলম্বে বিক্রেতাদেরকে উপরের ১৩৭,১৪৮.২০ ইউএসডি এর উপর ৪% (চার শতাংশ) হারে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদ পরিশোধ করবে, যা ২০১১ সালের ২৯শে জুন থেকে অর্থ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক বিরতিতে গণনা করা হবে।

৭.২ ক্রেতারা অবিলম্বে বিক্রেতাদেরকে ৩৮২,৩৪৬.৯০ ইউএসডি (তিন লক্ষ বিরাশি হাজার তিন শত আটচল্লিশ মার্কিন ডলার এবং নব্বই সেন্ট) পরিশোধ করবে। ক্রেতারা অবিলম্বে বিক্রেতাদেরকে ৩৩২,৩৪৬.৯০ ইউএসডি এর উপর ৪% (চার শতাংশ) হারে বার্ষিক চক্রবৃদ্ধি সুদ পরিশোধ করবে, যা ২০১১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি থেকে অর্থ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত ত্রৈমাসিক বিরতিতে গণনা করা হবে।

৭.৩ অতএব, আমরা রায় দিই যে ক্রেতারা এই সালিশের ফি, খরচ এবং ব্যয় সংযুক্ত তফসিল অনুযায়ী পরিশোধ করবে।"

১৭. কেবল এটিই উল্লেখ করা যথেষ্ট যে সালিশি ট্রাইব্যুনাল বিষয়টির সমস্ত দিক বিবেচনা করেছে এবং এমনকি যদি এটি কোনো ত্রুটি করে থাকে, তবে তা সর্বোচ্চ ইংরেজী আইন অনুযায়ী আপিলের মাধ্যমে সংশোধনযোগ্য হতে পারে, যে আইন দ্বারা সালিশি কার্যধারা নিয়ন্ত্রিত। আমাদের এই বিষয়গুলির সঠিকতা সম্পর্কে কোনো মতামত প্রকাশ করতে দেখা যাবে না।

১৮. উপরোক্ত বিষয়গুলির পরিপ্রেক্ষিতে, এই বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি দৃষ্টান্তমূলক ব্যয় সহ খারিজ করা হলো, যা মোট ২০,০০,০০০/- টাকা (বিশ লক্ষ টাকা মাত্র) নির্ধারিত হয়েছে। ব্যয়ের অর্থ আজ থেকে ছয় সপ্তাহের মধ্যে উত্তরদাতাকে পরিশোধ করতে হবে।

১৯. যদিও আমরা বিশেষ অনুমতির আবেদনগুলি খারিজ করছি, তবে আমরা উত্তরদাতার অনুরোধে একটি নির্দিষ্ট আদেশ পাস করতে সম্মত হচ্ছি, যেখানে রেজিস্ট্রার (ওএস), কলকাতা হাইকোর্টকে নির্দেশ দেওয়া হবে যে, সংশ্লিষ্ট উল্লিখিত কার্যনির্বাহী মামলার ক্রেডিটে জমা থাকা এফডিগুলি অবিলম্বে এনক্যাশ করবে এবং, অবিলম্বে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের অনুমতি পাওয়ার পর, সম্পূর্ণ অর্থ, মার্কিন ডলারে অর্জিত সুদ সহ, উত্তরদাতাকে প্রেরণ করবে। এটি আজ থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে এবং এর দুই সপ্তাহের মধ্যে এই আদালতের রেজিস্ট্রিতে সম্মতি প্রতিবেদন জমা দিতে হবে। আমরা আরও স্পষ্ট করছি যে, কলকাতা হাইকোর্টের

রেজিস্ট্রার (ওএস) উপরোক্ত নির্দেশাবলী পালন করবেন, ভারতের অন্য কোনো আদালত/ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পাস করা কোনো আদেশ নির্বিশেষে। বর্তমান মামলার বিশেষ পরিস্থিতিতে এই ধরনের নির্দেশ পাস করা আমাদের জন্য প্রয়োজন।

দিব্যা পান্ডে **আবেদন খারিজ।**

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal